উৎসর্গ পত্র।

একাত্মবর

শ্রীমান্ পার্ব্বতীশঙ্কর গুপ্ত চতুর্ধুরীণ

শ্রীকরপ্রফুল্লকমলে।

প্রিয়তম পার্ব্বতীশঙ্কর!

তুমি জান যে গ্রামস্থ অভিনেতৃবর্গের অনুরোধ-বাধ্যেই এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছি। ইহা শীঘ্র অভিনীত হইবে বলিয়া এত অল্প সময়ে লিখিত হইয়াছে যে, শুনিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইবে। গ্রামীন মহোৎসব সময়ে বন্ধুবর্গ মিলিয়া সানন্দে ইহার প্রদর্শন করিবেন, এতদ্ব্যতীত আর কোন আশায় লুব্ধ হইয়া ইহাতে হস্তক্ষেপ করি নাই। তুমি সমুচিত অর্থ ব্যয়ে, অভিনয়ের সমস্ত আয়োজন করিয়া দিয়া, অভিনেতৃ-বর্গের অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছ। বলিতে গেলে তুমিই ইহার প্রধান উৎসাহী, অতএব আমার বীরবালা তোমার নিকটেই সমুচিত সমাদর প্রাপ্ত হইবে, উহাকে তোমার করেই সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

নাইটঘর, তেওতা।
ইং ১৮৭৫। ১২ই জুলাই।

প্রণয়বাধ্য
শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

আমি শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের নিকট হইতে হেম-নলিনী নাটক, মহারাষ্ট্র-কলঙ্ক নাটক এবং বীরবালা নাটক এই তিন খানি পুস্তকের গ্রন্থ-স্বত্ব (Copy-right) ক্রয় করিয়া নিজব্যয়ে মুদ্রিত করাইয়া প্রকাশ করিলাম। এক্ষণ হইতে এই কএকখানি পুস্তকের টাইটেল পেজে ও কভারে "শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত" ব্যতীত গ্রন্থকারের অন্য কোন স্বত্ব রহিল না।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,
প্রকাশক।

বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী,
৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট—কলিকাতা।
১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯১ সাল।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

চন্দ্রগুপ্ত (Chandra cotas) ... মগধের রাজা।

শিলবক্ষ (Seleucus Nictaor) ... ... গ্রীক্‌ বীর।

চাণক্য ... ... চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী।

মেগেস্থিনূ ... . শিলবক্ষের সহকারী।

ভারেশ (Thareacis) ... ... শিলবক্ষের শ্যালক-পুত্র।

মুকুন্দ ... ... মগধের রাজকর্ম্মচারী।

দেওপাল ... ... দেবালের (সিন্ধুদেশের) রাজা।

শিশুপাল ... ... দেওপালের পুত্র।

হিন্দুসৈনা, গ্রীকসৈন্য, পারিষদ, প্রতিহারী, বাদ্যকর, দূত ইত্যাদি।

নারীগণ।

দিগম্বরী .. .. চন্দ্রগুপ্তের মাতা।

কামিনী ... . শিলবক্ষের স্ত্রী।

বীরবালা ... ... শিলবক্ষের পুত্রী।

কুশলা .. .. শিলবক্ষের ভ্রাতৃপুত্রী।

এবং দাসী ইত্যাদি।

বীরবালা

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী।—অন্তঃপুর।

দিগম্বরী এবং চন্দ্রগুপ্ত আসীন।

চন্দ্র। মা, আমায় কি জন্য ডেকেছেন?

দিগম্বরী। বাছা, বড় একটা কুস্বপন দেখেছি, মনটা বড় ব্যাকুল হয়েছে. তাই.—

চন্দ্র। (সহাস্যে) কি স্বপ্ন দেখেছেন, বলুন্ না মা?

দিগ। জগদীশ্বর জানেন্. আমি ত কোনও দিন কারো অমঙ্গল চিন্তা করি না। (ক্রন্দন)

চন্দ্র। মা, স্বপ্ন দেখেছেন্. তাতে এত ভয় কেন? স্বপ্নে রাজা হলে কি লোকে সত্যই তাই হয়?

দিগ। বাবারে; ভাল স্বপন ফলে না, কুস্বপন প্রায়ই ফলে থাকে; বাবা, আমি আর একবার স্বপন দেখেছিলেম, যা দেখ্‌লেম তাই হলো. সেইবার তোমার পিতার কাল হলো, রাজ্যেও মহা বিপদ উপস্থিত হলো।

চন্দ্র। না, মা, কিছু ভয় করবেন্ না। যা হবার তা আপনিই হয়। আপনি কি স্বপ্ন দেখেছেন? বলুন।

দিগ। স্বপনে দেখেছি কি, (অঞ্চল দ্বারা চক্ষুর জল মুছিয়া) তুই যেন, একটা সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ কর্চ্ছিস, সিংহটা এক এক বার গর্জ্জে এসে বাবা, তোর্ উপরে পড়্ছে, আর তুই অস্ত্রের আঘাত কলে আবার গর্জ্জন করে ফিরে যাচ্ছে, সিংহের শরীরেও রক্ত, তোর শরীরও একেবারে রক্তারক্তি হয়ে গেছে, অবশেষে তুমুল সংগ্রামের পর সিংহটা যেন হার মেনে পালিয়ে গেল। আমি যেন কাঁদছি আর তোর গা ধুইয়ে দিচ্ছি। এমন সময় একটা পাখী জানালার ধারে এসে যেমন্ ডেকেছে, অমনি আমি চম্‌কে জেগে উঠ্‌লেম, দেখি, প্রভাত হয়েছে। প্রাণ ধড়্‌ফড় করে উঠ্‌ল।

চন্দ্র। (স্বগত) মা আমার যাহা দেখেছেন তা বড় মিথ্যা নয়, মহাশত্রু উপস্থিত, এ বলবান্ সিংহ অপেক্ষাও মহাবলী।

দিগ। বাছা, বল্ দেখি, মায়ের প্রাণ কি এ স্বপন দেখে সুস্থির থাক্‌তে পারে?

চন্দ্র। (সহাস্যে) মা, স্বপ্ন কিছুই নয়, আপনি চিন্তা করবেন না। আমি এখন যাই।

[প্রস্থান।

দিগ। (ঊর্দ্ধমুখে করযোড়ে প্রণামপূর্ব্বক) ঈশ্বরই জানেন। (দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজসভা।

চন্দ্রগুপ্ত ও পারিষদবর্গ উপবিষ্ট।

চন্দ্র। রাজ্যে শত্রু প্রবেশ করেছে। এখন আর তোমাদের নিশ্চিন্ত থাকার সময় নয়। সেই মহাবীর সেকেন্দর সাহাকে জান ত?

১ম পারিষদ। আজ্ঞা হাঁ।

চন্দ্র। তাঁর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ সেই মহাবল শিলবক্ষ দিগ্বিজয় মানসে আজ্ গৃহের দ্বারে এসে উপস্থিত।

২য় পারিষদ। মহারাজ, আর্য্যশক্তির কাছে শিলবক্ষই হউন আর লৌহবক্ষই হউন মুহূর্ত্তে চূর্ণীকৃত হয়ে যাবেন। আমরা কি ফেরুপাল? বেটা ছলে বলে দুই একটা নির্বীর্য্য রাজ্য জয় করে মনে করেছে, এও বুঝি সেই ফেরুরাজ্য, এ যে আর্য্যস্থান।

চন্দ্র। (সুপ্রসন্নবদনে) আহা হা, এই ত আর্য্যসন্তানের উপযুক্ত কথা। আমি দর্পবাক্য, বীরবাক্য সর্ব্বদাই শুন্‌তে ভালবাসি। আমি এই জানি, আর্য্যভূমি বীরপুত্রের কাঙ্গালিনী নয়। ম্লেচ্ছপদাঘাতে আর্য্যভূমি—মাতৃভূমি কখনই কলঙ্কিত হইবে না।

পারিষদবর্গ। (উৎসাহে স্ফীত হইয়া) মহারাজ! আজ্ঞা করেন ত, মহাযুদ্ধানলে ম্লেচ্ছ কীট্‌কে এখনি ভস্মীভূত করে ফেলি।

চন্দ্র। তোমাদের এ সাহস আশা উদ্রেককারী। আমি তোমাদিগের অসীম বলে, কোন্ ছার শিলবক্ষ, ব্রহ্মাণ্ডও সাগরে ডুবাইতে পারি। এখন ব্যস্ত হবার কোন আবশ্যক নাই। সময়ে যেন তোমাদিগকে এম্নি রণ-প্রিয়ই দেখ্‌তে পাই।

প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতি। (প্রণাম পূর্ব্বক) মহারাজ, দিগ্বিজয়ী শিলবক্কের দূত উপস্থিত। তাঁর মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বার ইচ্ছা।

চন্দ্র। (সকলের প্রতি) দেখেছ? (প্রতিহারীর প্রতি) আচ্ছা, যাও, তাঁকে আস্‌তে বল।

[প্রতিহারীর প্রস্থান।

১ম পারিষদ। ম্লেচ্ছ-দূত যদি কোন বিরুদ্ধ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করে, তবে এখনই ওর মুণ্ডচ্ছেদ করতে হবে।

২য় ঐ। তার কি আর কথা আছে ভাই?

৩য় ঐ। উঃ আর্য্যভূমিতে ম্লেচ্ছের পদার্পণ!!!

চন্দ্র। (সহাস্যে) তোমরা যেমন সমরপ্রিয় ও জয়লুব্ধ, বোধ হয়, তোমাদেরই বা তাই কর্ত্তে হয়।

প্রতিহারীর সহিত দূতের প্রবেশ।

দূত। (সভ্রমান্তে) রাজন্, মহারাজ সিলিউকস্ আপনার দ্বারে অতিথি; আপনি তাঁকে একবার জিজ্ঞাসাও কল্লেন্ না। (হাস্য)

চন্দ্র। (দূতের প্রতি) বসুন।

দূত। (সম্ভ্রমপূর্ব্বক উপবেশন করিয়া) সিলিউকসের কি জন্য এদেশে আগমন হয়েছে, বোধ হয় আপনাকে অধিক করে বল্‌তে হবে না। ইনি দিগ্বিজয়প্রিয় এবং সমরপ্রিয়। অনেক রাজ্যে বিজয়পতাকা উড়াইয়া এসেছেন। অনেক রাজার বল পরীক্ষা করেছেন।

চন্দ্র। বেশ্, ভাল কথা, এখন উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করুন, তাই শুনি।

দূত। সিলিউকস্ আমায় এই কথা বলে পাঠিয়েছেন যে, "তুমি গিয়ে, মহারাজ চান্দ্রকোত্তস্‌কে আমার অভিবাদন জানিয়ে বল্‌বে, আমি বিজয় ও সমরপ্রিয় ; হয়, তিনি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে দেশ রক্ষা করুন, না হয়, আত্ম-সমর্পণ করুন।"

চন্দ্র। (সক্রোধে) তুমি দূত, বিশেষতঃ একাকী এসেছ, নতুবা এই দণ্ডেই তোমার মুণ্ডচ্ছেদ করে ফেল্‌তাম। যাও, গিয়ে তোমার প্রভুকে বল, এ আর্য্যস্থান, এ শৃগালের বাসভূমি নয়। এখানে সিংহ রাজত্ব করে। অনেক কাল হইতে আমাদের খরশাণ তরবারি শুষ্ককণ্ঠ, এবার আনন্দে ম্লেচ্ছশোণিতে অসির পিপাসা মিটাব। জেনো, আর্য্য-সন্তানগণের তুল্য সমরপ্রিয় সংসারে আর নাই।

দূত। মহারাজ, অনেক দেশের রাজা আগে এইরূপ বীর-বাক্য শুনায়েছিল, কিন্তু মহাবীর সিলিউকস্ তাহাতে ভয় পাইবার লোক নহেন, অবশেষ সকলেরই দর্প চূর্ণিত হয়েছে।

চন্দ্র। তুমি দূত, তোমার সঙ্গে বাদানুবাদ করা মূর্খত্ব ও নীচত্ব, তুমি দূর হও।

দূত। কি ? আমি মহাবীর সিলিউকসের দূত, আমায় আপনি অপমান কল্লেন ?

চন্দ্র। (সহাস্যে) তোমার পদোচিত সম্ভ্রম করা হয়েছে এখন যাও।

১ম পারিষদ। ম্লেচ্ছের আবার মান অপমান ?

দূত। (সক্রোধে) মহারাজ ! আমি তবে চল্লেম।

চন্দ্র। হাঁ, শিলবক্ষকে গিয়ে বল, এবার ম্লেচ্ছশোণিতে ভারতভূমি আরো শস্যশালিনী হবে।

[ম্লেচ্ছদূতের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পর্ব্বত-পার্শ্বে শিলবক্ষের শিবির।

শিবিরাভ্যন্তরে এক গৃহ।

শিলবক্ষ, বীরবালা, দামিনী এবং কুশলা কাষ্ঠাসনে
উপবিষ্ট, মধ্যস্থলে আহার্য্য।

বীরবালা। বাবা, এখানকার পর্ব্বতগুলিই বা কি সুন্দর, বাবা, আমরা যে এত ফুলের গন্ধ পাই, ও ফুল কি বাগানের? (ফুলের তোড়ার প্রতি) আর বাবা, এ ফুলই বা কোথেকে এলো?

শিলবক্ষ। মা, এ বড় মনোরম দেশ, এখানকার মৃত্তিকায় সোনা জন্মে। লোকে বিনা পরিশ্রমে শস্য পায়। এ ফুলও বাগানের নয়, এ বনফুল, আপ্‌নি কত ফুল ফুটে থাকে, কত ফুলের গাছ জন্মে। এ স্বভাবের বাগান, মানুষের নয়; নহিলে মা, এত ফুল কি বাগান হতে তুলে আনা যায়? বাগানে কয়টা ফুলের গাছ থাকে মা?

বীর। বাবা, এমন সুস্বাদু মিষ্ট ফল ত কখনও খাইনি। এ ও কি অযত্নে জাত বনফল বাবা?

শিল। মা, কার বাগানে এমন ফল জন্মে থাকে? এ সকলই—বনফল।

বীর। বাবা, আমরা আর দেশে না গিয়ে এখানেই থাকি না কেন? আমার ইচ্ছা হয় যে, এই নির্জ্জনে বাস করি, বনফল খাই, ঝরণার শীতল জল পান করি।

শিল। কেন মা, তুমি কি নির্জ্জন স্থান বড় ভালবাস?

বীর। বাবা, আপনার সঙ্গে থেকে কেবল সৈন্যগণের কোলাহল, অস্ত্রের ঝঞ্চনা, মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদ, ভেরীর ভৈরব নাদ, জয় ঢাকের বাদ্য, এ সকল শুন্তে আর এখন ভাল লাগে না; তাতেই ইচ্ছা হয়, যেখানে কলহ নাই এমনই স্থানে বাস করি।

শিল। (দামিনী এবং কুশলার প্রতি) আমার মায়ের কথা শোন তোমরা। (হাস্য ও বীরবালার প্রতি) বেস্ ত, তোমারে এই দেশের এক রাজার ছেলের সঙ্গে বে দিয়ে রেখে যাব কেমন?

বীর। (লজ্জানম্রবদনে) মা, চল, ঐ নির্ঝরিণীর কাছে গিয়ে এক বার দেখে আসি কেমন কুল কুল করে অনবরত জল পড়্‌ছে।

দূতের প্রবেশ।

শিল। (কৌতুহলে) কি সমাচার?

দূত। (সবিষাদে) চান্দ্রকোতস্‌কে, শীঘ্র উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া উচিত। যেখানে গিয়েছি, সেখানেই আপনার নামে রাজ্য পর্য্যন্ত কম্পিত হয়েছে, রাজারা আমায় কত সম্মান করেছে। এখানে, এরা আমার কথা হাস্যমুখে উড়িয়ে দিলে আর আমার কত অপমান কল্লে।

শিল। কি? অপমান, সে কি?

দূত। সে কথায় আর কাজ কি? আমার কখনও এরূপ দুরবস্থা হয় নাই।

শিল। (চিন্তা করিয়া) ভাল, রাজার বয়েস কত?

দূত। পঁচিশের ঊর্দ্ধ নহে।

শিল। দেখ্‌তে কেমন?

দূত। দেখ্‌তে আমাদের দেশের লোক অপেক্ষায় সুন্দর, বলবান এবং সুচতুর।

শিল। যখন আমার কথা বল্লে, তখন তাঁহার মুখে ভয়ের কোন লক্ষণ দেখ্‌লে?

দূত। ভয় দূরে থাকুক, আরো স্ফূর্ত্তিযুক্ত দেখ্‌লেম্। ভয়ের চিহ্ন কিছুমাত্র তাঁর মুখে দেখ্‌লেম না, বরং যুদ্ধের কথায় যেন সমস্ত আনন্দ-তরঙ্গ তাঁহার বদনমণ্ডলে খেল্‌তে লাগ্‌ল।

শিল। (অঙ্গুলি চর্ব্বণ করিতে করিতে) সৈন্য, সভাসদ কিরূপ দেখ্‌লে?

দূত। যুদ্ধের কথায় কারো বদন অপ্রসন্ন দেখ্‌লেম না। সকলেই তেজযুক্ত সিংহের ন্যায় বলবান্ এবং নির্ভীক।

শিল। রাজ্য সুরক্ষিত কেমন?

দূত। কিছুতেই ত্রুটি দেখ্‌তে পেলেম্ না।

বীর। বাবা, এ কোন্ রাজ্যের রাজা?

শিল। এই রাজার সঙ্গে তোমার বে দিব, কেমন? (হাস্য)

দূত। (বীরবালার প্রতি) এই রাজার মুণ্ড কেটে আপনার পায় দিব। (শিলবক্ষ এবং দূতের হাস্য)

বীর। (বিকৃত-বদনে অধোদৃষ্টি) মা, চল্ না, ঐ ঝরণার ধারে গিয়ে দেখে আসি?

রাণী। আজ্ আর্ না, কাল্ যাব।

শিল। (দূতের প্রতি) আর এখন নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। তোমার নিকট যেরূপ শুন্‌লেম, আমার খুব্‌ বিশ্বাস হচ্ছে, এরা সহজ লোক নয়, এরা নিতান্ত শৃগাল নয়। আপাততঃ আর ওদিগকে কোন সম্বাদ দিবার আবশ্যক নাই। হঠাৎ একদিন আক্রমণ না করিলে আর কোন উপায় দেখি না।

প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতি। একজন অশ্বারোহী চান্দ্রকোত্তস্‌ রাজার নিকট থেকে এসেছে।

দূত। (সানন্দে) এখন বুঝি বেটার জ্ঞান হয়েছে। সন্ধি-প্রস্তাবনার জন্য নিশ্চয়ই লোক পাঠিয়েছে।

শিল। ওহে লাফিও না, এত সহজে কে সন্ধি করতে পাঠায়? এদের বল আছে, বোধ হয়, যুদ্ধই কর্‌বে। (প্রতিহারীর প্রতি) যাও, রাজার লোক্‌কে এখানে আস্‌তে বল।

[প্রতিহারীর প্রস্থান।

দূত। প্রভু, আমার অনুমান মিথ্যা হইবে না।

শিল। তুমি দূতের সম্পূর্ণ অযোগ্য লোক, তুমি প্রাচীন, বিশেষতঃ মহাবীর অলেক্‌জাণ্ডারের সময়ের, নতুবা তোমার গুণের কোনও অনুরোধই নাই।

আর্য্য-দূতের প্রবেশ।

শিল। (সসম্ভ্রমে হস্তধারণ পূর্ব্বক) বসুন।

আর্য্যদূত। আপনি বিজয়-বাসনা করেন। এবং হয় যুদ্ধ, না হয় আত্ম-অর্পণ, এই দুইয়ের একটি আপনার অভীপ্সিত। আমা-দেরও চিরন্তন প্রথা, আমরা কখনও আত্ম-সমর্পণ করে থাকি না। গতিকেই এখন যুদ্ধ ব্যতীত আর আপনার মনস্তুষ্টির অপর

উপায় দেখি না। আপনি যুদ্ধের জন্য কবে প্রস্তুত হতে পারেন, মহারাজ জানবার জন্য আপনার নিকট আমায় পাঠাইয়াছেন।

শিল। (সহাস্যে) হঠাৎ আক্রমণ না করিলে আপনার মহারাজার জয়ের আশা বড় অল্প।

আর্য্য। আমরা অস্ত্রহীন যোদ্ধা এবং অপ্রস্তুত শত্রুর সহিত যুদ্ধ করি না।

শিল। (চিন্তা পূর্ব্বক) আচ্ছা, আপনি তবে আসুন। যথাসময়ে যুদ্ধের সংবাদ আমি মহারাজের নিকট প্রেরণ করব।

[আর্য্যদূতের প্রস্থান।

শিল। (দূতের প্রতি) দেখেছ, আর্য্যস্থান কেমন সুসভ্য। এর ব্যবহার কেমন দেখ্‌লে? এবার খ্যাতি রক্ষা করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। দেখ্‌বে, নিশ্চয়ই বিষম সমরানল প্রজ্বলিত হবে।

প্রতিহারীর পুনঃপ্রবেশ।

প্রতি। সিন্ধুপতি আপনার নিকট উপস্থিত।

শিল। (সহর্ষে) কি? দেওপাল এসেছেন, যাও, শীঘ্র তাঁরে এখানে আনগে।

[প্রতিহারী, বীরবালা, দামিনী ও কুশলার প্রস্থান।

সিন্ধুপতির প্রবেশ।

শিল। (হস্তধারণ পূর্ব্বক) আসুন আসুন, আপনার ত আরো কদিন পূর্ব্বে আস্‌বার কথা ছিল?

দেওপাল। আজ্ঞা হাঁ, বিশেষ কারণে গৌণ হয়েছে। এদিককার কি পর্য্যন্ত?

শিল। ছাত্রকোতস্ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, সহজে আত্মসমর্পণ করবেন না।

দেওপাল। সহজে না করেন অসহজে ত কর্‌বেন্। (উভয়ের হাস্য)

শিল। আপনার সহিত যেরূপ কথা ছিল, ভরসা করি, আপনি তাহা প্রতিপালন কর্‌বেন।

দেওপাল। আপনি যাহা প্রতিশ্রুত হয়েছেন, তাও যেন আপনার মনে থাকে।

শিল। আপনার কার্য্য আগে, পরে আমার।

দেও। অবশ্য।

শিল। আপনার সৈন্য সামন্ত সকল কোথায় ?

দেও। কতক আমার সঙ্গে আছে এবং কতক বাড়ীতে আছে।

শিল। তবে আপনি আর বিলম্ব কর্‌বেন্ না, সমস্ত সেনা সংগ্রহ করে, কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন। আর বিশ্বাসের জন্য আপনার পুত্রকে আমার নিকট কার্য্যোদ্ধার না হওয়া পর্য্যন্ত রাখ্‌তে হবে।

দেও। (ক্ষণিক চিন্তার পর) আচ্ছা, তাই হবে। শিশু-পালকে অল্প দিনে মধ্যেই এখানে আমি পাঠিয়ে দিব।

শিল। না, তা হতে পারে না, আগে তাঁকে এখানে আনান্।

দেও। আপনি কি আমার কথা অবিশ্বাস কল্লেন ?

শিল। অবিশ্বাসের কথা নহে, আমাদের কাজের বন্ধনীই এইরূপ।

দেও। আচ্ছা, তবে আজ্‌ই তার জন্য লোক পাঠাইয়া দি।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নির্ঝরিণী-পার্শ্বে উপবন।

বীরবালা ও কুশলা আসীনা।

বীরবালা। কুশলে, দেখেছিস্ বোন্, এখানকার কেমন সুন্দর শোভা; এ দিকে নীল গগন দোলাইয়া পড়েছে, দূরের পর্ব্বতশ্রেণী নীলিম গগনে যেন মিশে গিয়েছে, ওদিকে তরল-রজতের মত, জল-তরঙ্গ নাচিয়া সাগর পানে ছুটে যাচ্ছে। আবার কুল কুল শব্দে এই ক্ষুদ্র পর্ব্বতের নাভিদেশ দিয়ে অনবরত জলধারা পড়্ছে। বনফুলের অন্ত নাই, বনপাখীর অন্ত নাই, এদিকে ফুলের গন্ধ, ওদিকে পাখীর সুকণ্ঠধ্বনি। বল্ দেখি, কোন্ দিকে যাই এবং কোন্ দিকেই বা দেখি। এখানে জন প্রাণীর কোলাহল নাই, কেমন নিস্তব্ধ, নির্জ্জন, মনোরম্য স্থান।

কুশলা। বেস্ ত, তুই ত এখানেই থাক্‌বি, খুড়ো তোরে বে দিয়ে, এখানেই ঘর করে দিবেন, তা ত বলেছেনই। তবেই ত তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। তুই এখানে বসে নিত্য নূতন স্বভাবের খেলা দেখবি। (হাস্য)

বীর। তোর যে আর্ কথা।

কুশলা। হাঁ লো, যে রাজার সঙ্গে যুদ্ধ হবে, তাঁর নামটা নাকি, ছানুটিকস্ না কি দিব্য নামটি, এদেশের নামগুলি আর এক ধরণের।

বীর। ভাল বোন্, আশ্চর্য্য কথা শোন্, আমি ত কখনও সে রাজাকে দেখি নাই। আর আমি কখনও তাঁর চিন্তাও করি না, তবে তাঁরে স্বপ্নে দেখ্‌লেম কেন?

কুশলা। (হাস্য পূর্ব্বক) খুড়ো কৌতুক করে বলেছিলেন বলে, তুই বুঝি সকল সময়েই সেই রাজারে ভাবিস্, সত্য কি তাঁরই সঙ্গে তোর বে হবে লো?

বীর। যা, বোন্, তুই ঠাট্টা কর্‌ছিস্. আর আমি বল্‌ব না।

কুশলা। না বোন্, তোর্ পায় পড়ি, বল্ না? আমি আর কৌতুক কর্ব্বো না, বল্।

বীর। তবে বলি, দেখ্‌লেম কি, রাজা যেন আমাদের শিবিরে এসেছেন।

কুশলা। বয়েস কত, দেখ্‌তে কেমন?

বীর। সব্ বল্‌ছি শোন্ না, বয়েস আর কি, যুবাপুরুষ, অমন দিব্য-কান্তি-শরীর, কি যেন থাচ্ছিলেন, ওষ্ঠ দুখানি লাল টুকু টুকু দেখাচ্ছিল, অমন মুখশ্রী বল্‌তে গেলে, আর দেখিনি।

কুশলা। অমন্ করে শিহরিয়ে উঠ্‌লি যে; বল্ না?

বীর। না, বাবার সঙ্গে কথা বল্‌ছিলেন, এমন সময় আমি সেখানে গেলাম—

কুশলা। তার পর?

বীর। বাবা আমায় কোলে তুলে নিয়ে মুখ্‌খানি উঁচু করে ধর্‌লেন।

কুশলা। তুই আজ্ কথা বল্‌তে অমন কচ্ছিস্ কেন? তুই কি সেই রাজার সঙ্গে কথা বল্‌ছিস যে, এত লজ্জা কর্‌বি?

বীর। (কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া ঈষদ্ধাস্যে) যা, তুই যেন কেমন করিস্, আমি তা হলে আর বল্‌ব না।

কুশ। বল্, আর আমি কিছু বল্‌ব না, আর বল্লেই বা কি; তুই আর আমি বৈ ত আর এখানে কেউ নাই। তার পর কি হলো?

বীর। তার পর আর কি, রাজা আমার মুখপানে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন আর বাবারে জিজ্ঞাসা কল্লেন, আপনার কন্যার বয়েস কত ?

দামিনী। পোনের। (হাস্য)

বীর। (লজ্জিত ভাবে ও অনুচ্চৈঃস্বরে) কুশলা, ঐ দেখ্, মা সব শুনেছেন।

দামিনী। (সম্মুখে আসিয়া) মা, আমি ত সব শুনলেম। (হাস্য)

কুশলা। খুড়ীমা, তোমার মেয়ের ঐ রাজার সঙ্গে বে হবার সাধ গেছে। (হাস্য)

বীর। (ভ্রূকুটি পূর্ব্বক) তুই বড়—

দামিনী। এখন চলো, অনেক ক্ষণ এসে[illegible]

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দুর্গাভ্যন্তর।

একপার্শ্বে আর্য্য-সৈন্যগণ অপর পার্শ্বে মহারাজা চন্দ্রগুপ্ত।

চন্দ্রগুপ্ত। সৈন্যগণ! মহাবীর শিলবক্ষের অসীম প্রতাপ এবং আশ্চর্য্য যুদ্ধকৌশল তোমাদিগের অবিদিত নাই। কাল্ তুমুল সংগ্রামানল প্রজ্বলিত হইবে, আর্য্যকুলের তোমরাই গৌরব, তোমরাই ভারতের প্রিয় পুত্র, ভারতের যা কিছু আশা ভরশা সকলি তোমাদিগের উপরে নির্ভর করে। দেশের হিতের জন্য এবং পরের হিতের জন্য যে শরীর ত্যাগ করে, বৈকুণ্ঠে তার গতি হয়। ইহলোকে যশ এবং পরলোকে সে অক্ষয় অনন্ত সুখ ভোগ করে। কাল্ যদি আমরা সমরানলে আবাল বৃদ্ধ বনিতা পর্য্যন্ত ভস্মীভূত হই, জগতে যদি আর্য্য নাম পর্য্যন্তও লোপ হয়, তথাপি একজন জীবিত থাকিতে এ আর্য্যভূমি ম্লেচ্ছদিগের হস্তগত হইতে দিব না; সকলেরই এই পণ করা উচিত। যাহারা দাসত্ব-শৃঙ্খল পায় ধারণ করে এবং স্বাধীনতা-হীনতায় জীবন ধারণ করে, তাহারা মনুষ্যনামের অধিকারী নহে। (চারি দিক হইতে, অবশ্য অবশ্য) একবার সৈন্যগণ জয়ধ্বনি পূর্ব্বক বীর-দর্পে দাঁড়াও দেখি, (সকলে জয়ধ্বনি পূর্ব্বক সরলভাবে দণ্ডায়মান হওন) একবার আসমুদ্রধরা কম্পিত করে সকলে মিলে গভীর নির্ঘোষে বিজয়গীতি গান কর দেখি। (সৈন্যগণ দ্বিভাগ হইয়া দণ্ডায়মান হওন)

(১ম)। সৈন্য-ভাগ।

বিজয়-নিশান উড়াও ভারতে,
সাহস ভরেতে চল রে ত্বরিতে
ভীষণ বীর-দর্পে ম্লেচ্ছে দলিতে
সুখেতে হাসিয়া সংগ্রাম-খেলাতে।

মাতিয়ে রণে অভীত অন্তরে,
নাশ রে সমস্ত অরাতি-নিকরে,
লহ ধনুর্ব্বাণ আর খর শাণ
ম্লেচ্ছ-মুণ্ড খণ্ড কর রে নিভীতে।

(২য়)। বিজয়-নিশান উড়াও ভারতে,
সাহস-ভরেতে চল রে ত্বরিতে
ভীষণ বীর-দর্পে ম্লেচ্ছে দলিতে
সুখেতে হাসিয়া সংগ্রাম-খেলাতে।

(১ম)। আর্য্যপুত্র সম, কেবা বলী বলে,
অপার শকতি সংগ্রাম-কৌশলে।
স্মর ভীষ্ম কর্ণ অমর-নিকরে
উগ্রচণ্ডা চণ্ডীকে দৈত্য মাঝেতে॥

(২য়)। বিজয়-নিশান উড়াও ভারতে, ইত্যাদি।

(১ম)। কি ভয়, আর্য্যশিশু, ম্লেচ্ছ-সমরে?
সিংহশিশু কি হে মেষপালে ডরে?

ধর কুতূহলে, ছেড় ম্লেচ্ছ-পুরে।
একজনে বধ কর শতে শতে॥

(২য়)। বিজয় নিশান উড়াও ভারতে ইত্যাদি।

(১ম)। সমূলে সসৈন্যে নাশ রে ম্লেচ্ছেরে
কাঁপাও মেদিনী বীর-দর্প ভরে
হুহুঙ্কার রবে কর আক্রমণ
ভাসাও ভারত পিশাচ শোণিতে।

(২য়)। বিজয় নিশান উড়াও ভারতে ইত্যাদি।

[নেপথ্যে হুর্ হুর্ শব্দ।

প্রধান সেনানী। মহারাজ! দেখুন, কাতারে কাতারে অগণ্য সৈন্য এসে দুর্গ পরিপূর্ণ হলো।

২য়। মহারাজের জীবন্ত উৎসাহ বাক্যে আতুর পর্য্যন্তও রণোন্মত্ত হয়ে বাহ্বাস্ফোট করিতে করিতে আসিছে।

চন্দ্র। (সানন্দে) আজ জান্‌লাম, আর্য্যভূমির তৃণ গাছটি পর্য্যন্তও মহাজীবন বিশিষ্ট। আমি এখন মহা সাহসে বলতে পারি, ক্ষীণবল শিখবক্ষকে বালুকাবিন্দুর ন্যায় ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে পারব। আমার আজ অপার আনন্দ, তোমরা এখন একবার সকলে বিজয় সিংহনাদ করে আপন আপন বিশ্রামালয়ে গমন কর।

(আনন্দপূর্ব্বক সকলের সিংহনাদ)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শিলবক্কের শিবিরের মধ্যে এক নির্জন গৃহ।

বীরবালা আসীনা।

বীরবালা। (স্বগত) পিতা কৌতুকে যা বলেছিলেন, তাই কি বিষম আগুনের মত আমার হৃদয় দগ্ধ করবে? সামান্য উপ-হাসের আঘাত এ পোড়া হৃদয় সহিতে পারিল না!! ছাস্ত্রকোতস্! তুমি বিজাতি, তুমি বিপক্ষ, তোমায় ত আমি কখনও দেখি নাই, কেবল তোমার নাম আর বলের কথা শুনেছি মাত্র। তোমার নামের কি অদ্ভুত মোহিনী শক্তি না জানি তোমায় দেখ্‌লে কি হতো!! তুমি অদৃশ্যে কেমন করে আমার হৃদয় লক্ষ্য করলে? হায়! পিতৃশত্রুর প্রতি এ কি অবৈধ ভাব জন্মিল! সহস্রবার বুঝিতেছি, আমি পাগলিনী হয়েছি, আমি দুরাশা-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছি, এবং আমি বিষম কাঁটার পথে পা দিয়েছি, তবুও হৃদয়কে বুঝাতে পাল্লেম না!! হৃদয়! তোমায় আবার বলি, তুমি এ অস্বাভাবিক আশা পরিত্যাগ কর। হয় ত কাল্ যাঁর ছিন্নমস্তক শিবিরে ধুলায় লুটাইতে দেখ্‌বে, আজ হৃদয় তার জন্য কেন এত ব্যাকুল হয়েছ! (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ) ছাস্ত্রকোতস্! তুমিই বা কেন আত্ম-সমর্পণ কল্লে না। না না, তা আমি ভাববও না। তা হলে যে, প্রিয়তমকে সকলে কাপুরুষ বলিবে, এ কথা আমার হৃদয়ে সহ্য হবে না। প্রাণেশ্বর! তুমি বীরের মত শরীর পরিত্যাগ করো, আমি সে কথা ভেবেও অনেক সময় অশ্রু সম্বরণ করতে পারব। অ্যাঁ আমি কি করব? আমি যে পাগল হলেম!!।

(গীত) এস হে আনন্দচন্দ্র, হৃদয়-আকাশে।
আজি ঘোরা রজনী আন্ধার সব, তড়িৎও না চমকে রে।

তৃতীয় দৃশ্য।

কক্ষান্তরে শিশুপাল নিদ্রিত।

কুশলার প্রবেশ।

কুশলা। (স্বগত) আহা! রূপের শ্রী দেখ, এই রূপ এই গুণ নিয়ে আবার বীরবালার মনোহরণের চেষ্টা হচ্ছে, আ মরণ আর্ কি, বুদ্ধি দেখ, আমায় বলেন, "আমার ঘট্ কালী করে দাও," যা হোক একে নে, কিছু আমোদ করা যাক্। খুড়ো ভাল লোক এনেছেন, এ থাক্‌লে আর তাঁর রণবাদ্যের আবশ্যক হবে না। এ নাশক্ বাদ্যের কাছে কিসের রণবাদ্য। একবার ডেকে দেখি, (প্রকাশ্যে) ওগো মহাশয়, গা তুলুন, দিবাশয়ন ভাল নয়।

শিশুপাল। উঃ। (পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন)

কুশলা। ওগো উঠুন, আর কত ঘুমাবেন।

শিশুপাল। (চমকিয়া গাত্রোত্থান) অ্যাঁ, আপনি আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন, শরীর কিছু অসুস্থ হয়েছিল, তাই একটুকু শুয়েছিলেম।

কুশলা। আপনি বড় বোকা, স্বকার্য্যসাধনে আপনার কিছুমাত্র যত্ন নেই।

শিশু। কেন? আপনি যা বল্‌বেন, আমি তাই কর্‌ব।

কুশলা। আপনি আমার কথা শুনেন্ ত, বীরবালা আপনার হয়ে বসে আছে।

শিশু। বীরবালা কি আমার কথা কিছু বলেন?

কুশলা। আপনি বীরবালার কথা জিজ্ঞাসা করেন, কৈ আপনি ত একদিনও তাঁকে মনেও করেন না? আমি এ কথা বীরবালাকে বলে দিব।

শিশু। আজ্ঞা না, আপনার পায় ধরি, তাঁকে কিছু বল্‌বেন না, তাঁর জন্য আমার আহার নিদ্রা নাই।

কুশলা। তাই বটে, এতক্ষণ যেন কে নাক ডাকিয়ে নিদ্রা যাচ্ছিল?

শিশু। তা যা হোক্, আমি এক পলের জন্যও তাঁহাকে ভুলিতে পারি না; যাতে তিনি আমার প্রতি শীঘ্র দয়া করেন, তা করে দিন।

কুশলা। আমি এ যাবৎ, আপনার সঙ্গে কেবল কৌতুকই করেছি। বস্তুতঃ আমার বল্‌বার আগে থেকেই বীরবালা আপনার প্রতি আসক্ত হয়েছেন।

শিশু। আমার মাথার দিব্বি।

কুশলা। আপনি পাগল, আমি কি আপনার কাছে মিথ্যা কথা বল্‌ছি?

শিশু। তবে আমাকে একবার তাঁর কাছে নিয়ে চলুন। (আনন্দে গীত)

কালেংড়া—তাল মধ্যমান।

"মনোরথ আজি পুরিল।
দুখ-শশী হলো অস্ত, সুখ-তপন উদিল॥
আহা মনোরথ আজি পুরিল।

কুশলা। আপনি চীৎকার করে গান কর্‌বেন্ না, আমি যা বলি, তাই করুন।

শিশু। বলুন, আমি প্রস্তুত আছি।

কুশলা। তবে আপনাকে স্ত্রীলোকের মত কাপড় পরতে হবে, তা না হলে পুরুষবেশে কি করে সর্ব্বদা বীরবালার সঙ্গে থাকবেন? তিনি এই কথাটি আমায় চুপি চুপি বলে দিয়েছেন।

শিশু। অ্যাঁ! তিনি বলেছেন?

কুশলা। আপনি যদি শীঘ্র তাঁর সাক্ষাৎ চান, তা হলে আমি যা বলি তাই করুন, এত উতলা হবেন না।

শিশু। আচ্ছা।

কুশলা। তবে স্ত্রীলোকের বেশ ধরুন, নিন্ এই কাপড়খানা পরিধান করুন। (শিশুপালের বস্ত্র পরিধান) বেশ হয়েছে কিন্তু হয়েও হয়নি এ গোঁফজোড়াটি ফেলে দিতে হবে।

শিশু। স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ পল্লেম আবার তার উপর গোঁফ ফেলতে পারব না।

কুশলা। আপনি ত বড় নির্ব্বোধ, আমি যা বলি, তাই করুন। শেষে আমার দোষ দিতে পার্‌বেন্ না, আর গোঁফ্ না ফেল্‌লে ত পুরুষ বলে ধরা পড়্‌বেন।

শিশু। আজ্ঞে আচ্ছা, তবে ফেলে দিন্। কিন্তু গোঁফ্‌জোড়াটার জন্য প্রাণটা কেমন কেমন কর্‌ছে। না ফেল্‌লে কি হয় না?

কুশলা। আপনার যদি বীরবালার চেয়ে গোঁফের অধিক মমতা হয়ে থাকে, তা হলে রাখুন।

শিশু। আচ্ছা, তবে ফেলে দিন্। (কুশলার কাঁচি দ্বারা গোঁফ কাটিয়া দেওয়া)

কুশলা। এই ত বেশ হয়েছে, তবে কামান দাড়ি গোঁফ গুলি দেখে বুদ্ধিমান্ লোকের কিঞ্চিৎ সন্দেহ জন্মিতে পারে, অতএব সে পথটাও পরিষ্কার করা উচিত।

শিশু। আবার কি কর্ব্বেন?

কুশলা। মুখে কিছু রং দে দিব, তা হলেই হলো, (দ্রুতবেগে গিয়া কয়লাচূর্ণ, তেল এবং চক খড়ি আনয়ন পূর্ব্বক শিশুপালের মুখে মাখিয়া দেওয়া) এই বার বেশ্ হলো।

শিশু। ছি, আপনি আমার মুখে কি দিচ্ছেন?

কুশলা। আমি আপনার অনুপকারী নই, যা বলি তাই করুন। আপনি আমার কার্য্যে কোনরূপ প্রশ্ন কর্‌বেন না।

শিশু। না।

কুশলা। এখন চলুন, যে গৃহে বীরবালা থাকেন আপনি তাত জানেন্?

শিশু। আজ্ঞা, আপনার প্রসাদে তা আমার জানা আছে।

কুশলা। তবে সেখানে যাউন। আপনাকে দেখ্‌লেই তিনি চিন্‌বেন। কার্য্যসিদ্ধি হলে আমায় কি দিয়ে বিদায় কর্‌বেন তাই বলুন? (হাস্য)

শিশু। সবই আপনার; আমি তবে এখন যাই, আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নয়।

[শিশুপালের প্রস্থান।

কুশলা। (সহাস্যে) একবার যাই দেখি, তারেশের কাছে গিয়ে কথা গুলি বলি। হাস্‌তে হাস্‌তে বুক ফেটে যাচ্ছে।

(নেপথ্যে কোলাহল)

[কুশলার বেগে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

শিবির

শিলরক্ষ এবং অমাত্যবর্গ।

শিল। শুনেছ কেমন সমুদ্রকল্লোলের ন্যায় শব্দ হচ্ছে। সব আর্য্যসেনা একত্রিত হচ্ছে। যে দেশে এত দূর শক্তিসাম্য, এবং এক-প্রাণতা আছে, সে দেশ কখনই পরহস্তগত হতে পারে না।

মেগেস্থিস। অসংখ্য লোক হলেও আমি ওদিগকে কিছু-মাত্র ভয় করি না, সব শৃগাল, যখন আমাদের সেনাতরঙ্গ গর্জ্জিয়া হুহুঙ্কার-নাদে ওদের সেনার উপর পড়িবে তখন দেখিতে পাইবেন যে, ওরা পালাবার পথও পাবে না। আর বিশেষতঃ (দেওপাল) সিন্ধুপতি আমাদের পক্ষে আছেন।

স্ত্রীবেশে শিশুপালের প্রবেশ।

শিল। একি, অ্যাঁ, পাগল নাকি?

মেগেস্থিস। আজ্ঞা, এযে না স্ত্রী, না পুরুষ।

শিল। তাইত, স্ত্রীলোকের কাপড় পরা, এদিকে দাড়ি গোঁফও কামিয়েছে, আবার তেল কালি দে মুখ খানি চিত্র করেছে; এ নিশ্চয়ই পাগল।

শিশু। (স্বগত) আমি নির্ব্বোধ, হতভাগিনীর চক্রে পড়ে আমার এই দশা হলো, এখন কোন মতে চিন্তে না পারে তবেই এখন হয়, পাগলামিই করি। (নৃত্য) তানা নানা, তানা নানা।

শিল। (প্রতিহারীর প্রতি) এ পাগলাকে বেঁধে রেখে

দাও. পাগল কি ছদ্মবেশধারী দুষ্ট লোক বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। আমি যখন আদেশ করব তখন একে নিয়ে এস।

প্রতি। যে আজ্ঞা।

[পাগলকে বন্ধন করিয়া লইয়া প্রতিহারীর প্রস্থান।

শিল। (জনান্তিকে) আমাদের এ যাত্রার ফল বড় ভাল হবে না। এবার যেন আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি মাত্র বোধ হচ্ছে না।

ব্যস্তভাবে কুশলার প্রবেশ।

শিল। কি জন্য মা, এত ব্যস্ত কেন?

কুশলা। খুড়ো মহাশয়! শীঘ্র আসুন, বীরবালা যেন কেমন কেমন কচ্ছে।

শিল। অ্যাঁ, কি হয়েছে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চন্দ্রগুপ্তের রাজসভা।

চন্দ্রগুপ্ত ও মুকুন্দ

চন্দ্র। দেখ মুকুন্দ, সিন্ধুপতি দেওপাল একবার ম্লেচ্ছের নিকট আত্মসমর্পণ করেছিল, তখন ওঁকে আমাদের বিশ্বাস করা কোন ক্রমেই উচিত নয়।

ঊর্দ্ধশ্বাসে একজন দূতের প্রবেশ।

দূত। মহারাজার জয় হউক।

চন্দ্র। কেমন হে, কি রকম দেখে এলে?

দূত। মহারাজ! ম্লেচ্ছ-সেনারা নিতান্ত অসতর্ক অবস্থায় থাকে, আমি ছদ্মবেশে সকলই দেখে এলেম অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে দুইটি নূতন সংবাদ এনেছি। অনুমতি হয় ত নিবেদন করি।

চন্দ্র। হাঁ, বল।

দূত। মহারাজ! সিন্ধুপতি দেওপাল এক দুরভিসন্ধি করেছেন, তিনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে অবশেষে যুদ্ধের সময় বিশ্বাসঘাতকতা করে সর্ব্বনাশ করবেন। শিলবন্দ এ রাজ্য তাঁকে দিয়ে যাবে, এই লোভে তিনি এতদূর কর্ম্মে অগ্রসর হয়েছেন। এমন কি, আপনার বিশ্বাসজন্য পুত্রকে ম্লেচ্ছ-শিবিরে বন্দী রেখে এসেছেন।

চন্দ্র। (মুকুন্দের প্রতি) কেমন হে, আমি ত আগেই বলেছিলাম, দেওপালের দুরভিসন্ধি আছে। এই শুন, এখন, এ কি বলে।

দূত। মহারাজ। আর এক কথা, শিলবক্ষের কন্যা পরম রূপবতী, তিনি পাগল হয়ে কেবল আপনার নাম কচ্ছেন। তজ্জন্য শিবিরে সকলেই ব্যস্ত আছে।

চন্দ্র। কি? আমার নাম?

দেওপালের প্রবেশ।

চন্দ্র। আসুন, মহাশয়! বসুন।

দেও। (উপবেশন করতঃ) যাহাতে ম্লেচ্ছগণকে সমূলে বিনাশ করতে পারা যায় তাহাই কর্ত্তব্য। এবার আমাদের কোন ভাবনাই নাই, আপনার অসংখ্য সৈন্য, আমারও আপনার অপেক্ষা ন্যূন নয়, সম্মিলিত হয়ে যুদ্ধ কল্লে আর কারেও কি ভয় করি?

চন্দ্র। আপনি যা বল্লেন, অবশ্য ভাল কথা। কিন্তু শিলবক্ষের শিবেরে যেমন বিশ্বাসের জন্য পুত্রটিকে রেখে এসেছেন, সেইরূপ, যুদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত আপনাকে আমার নিকট আবদ্ধ থাকতে হবে।

দেও। না মহারাজ, আমার পুত্র বাড়ী আছে। আপনি আমার কথায় অবিশ্বাস করবেন্ না।

চন্দ্র। যাহারা অনায়াসে ম্লেচ্ছের পদানত হতে পারে, তারা নরপ্রেত, পশু। আমি ঘৃণিত পশুজাতির প্রতি কখনই বিশ্বাস-স্থাপন করতে পারি না।

(চন্দ্রগুপ্তের আদেশানুসারে দেওপাল বন্দিগৃহে নীত হইলেন)

দেও। (স্বগত) হায়। আমার এদিক ওদিক দুই দিকই গেল। আমি যেমন লোক, তেমনি আমার পরিণাম।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শিলবক্কের শিবির-অভ্যন্তরে গৃহ।

বীরবালা।

বীরবালা। (উন্মাদিনীর ন্যায় গীত

"এস হে আনন্দ-চন্দ্র, হৃদয়-আকাশে।

আজি ঘোরা রজনী আন্ধার সব, তড়িৎও না চমকে রে॥"

শিলবক্কের প্রবেশ।

শিল। মা, কি হয়েছে?

বীরবালা। (নিস্তব্ধ)

শিল। ওমা, মা।

বীর। বাবা!

শিল। তোমার কি হয়েছে মা?

বীর। বাবা, কৈ আমার ত কিছুই হয় নাই।

দামিনী ও কুশলার প্রবেশ।

দামিনী। এইত, মা বসে রয়েছেন।

শিল। আজ রজনী প্রভাত হলেই সমরানল জ্বলে উঠবে। শুনেছি, ছাত্রকোতস্ নাকি বড় বীর, কাল তাঁর বীরত্ব দেখা যাবে। বীরবালে। তুমি আমার সঙ্গে রণক্ষেত্রে যাবে?

বীর। (সহর্ষে) বাবা! আমি যাব।

[বীরবালা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বীর। (স্বগত) আমি বীরের সন্তান, জন্মাবধি বাবার সঙ্গে সঙ্গে রণতরঙ্গে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছি। আমি জানি, আমার হৃদয় পাষাণ। আমিও পাষাণ, তা না হলে, অসংখ্য লোকের ছিন্নমুণ্ড

পদদলিত করেছি, কত মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদ শুনেছি, কত স্বামী-বিরহিণীকে মৃত পতির রুধির-সিক্ত হয়ে লুটিয়ে কাঁদতে দেখেছি, তবুও আমার হৃদয় বিচলিত হয় নাই কেন ? হায়, অভ্যাস-স্বধর্ম্মে, যে হৃদয়ে বজ্রপাত বারিবিন্দু-পাতের মত অনুভব করিতাম, সেই কঠিন অনমনীয় পাষাণপ্রাণ সুকুমার কুসুমাঘাতে, অসংখ্য চূর্ণীকৃত হইল ! ! ঈশ্বর! তুমি সকলই কর্ত্তে পার।

"তুমি পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি,
মৃণাল-সুত্রেতে বাঁধ করী।"

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রাতঃকাল।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীর সম্মুখবর্ত্তী বৃহৎ প্রান্তর।

সেনা, সেনাপতি, বাদ্যকর প্রভৃতি।

প্রধান সেনাপতি। ভ্রাতৃগণ! আজ আমাদের আনন্দের দিন, আজ ম্লেচ্ছশোণিতে সমারাঙ্গণ প্লাবিত করব। ম্লেচ্ছগণ কেমন সমরবিশারদ আজ তা দেখব। এস, সকলে মিলে একবার মহারাজের জয়ধ্বনি করি। (সকলে, জয় মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্তের জয়)

প্রধান সেনাপতি। ভ্রাতৃগণ! ঐ শুন, এখনও আমাদের জয়ধ্বনি পর্ব্বতপরম্পরায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এস, আর একবার জয়ধ্বনি করি। (সকলে, জয় মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্তের জয়)

(রণবাদ্য)

যুদ্ধবেশে মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ।

(আবার সকলে, মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্তের জয়)

চন্দ্রগুপ্ত। প্রিয় সৈন্যগণ! তোমাদের উৎসাহ দেখে, আজ আমার আনন্দের পরিসীমা নাই। তোমাদের ন্যায় সমরপ্রিয় এবং অসীম বলশালী, সুসৈন্য যার আজ্ঞাবহ, সে জগৎকে তৃণ জ্ঞান করতে পারে। তোমাদের সাহসে আজ আমি শিলবক্ষর অমিত বলকেও মেষপালের ন্যায় জ্ঞান করছি। আর গৌণ করা উচিত নয়, চল, যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যাই, চল, একবার সিংহ-দর্পে ম্লেচ্ছে সমূলে ধ্বংস করে আসি।

[জয়ধ্বনি পূর্ব্বক সকলের প্রস্থান এবং রণবাদ্য।

চতুর্থ দৃশ্য।

শিলবক্ষের শিবিরের সম্মুখ ভাগ।

শিলবক্ষ এবং পাশ্চাত্য ম্লেচ্ছ-সৈন্যগণ।

শিলবক্ষ। (সৈন্যগণের প্রতি) দেখ, অদ্যকার যুদ্ধই যুদ্ধ, এ পর্য্যন্ত যত রাজ্য জয় করেছ, যত যুদ্ধ করেছ বোধ হয়, অদ্যকার যুদ্ধের ন্যায় কোন যুদ্ধই হবে না। দেখ, রাজা ছাত্রকোতসের দৃক্‌পাত মাত্রও নাই। অসীম বলে, অসীম সাহসে, সানন্দে এবং সোৎসাহে সমরানল প্রজ্বলিত করিতেছেন। সৈন্য-বল এবং অসাধারণ বীরত্ব না থাকিলে কে এ দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হতে পারে? এদেশীয় বিশেষতঃ হিন্দু-সৈন্যের প্রতি তোমাদিগের যে ঘৃণা আছে, আজ সে ঘৃণা পরিত্যাগ কর,

আজ্ প্রাণপণে সমরতরঙ্গে নিমগ্ন হও। ছাম্রকোতনের সৈন্যগণ সিংহের মত বলবান্। মহারাজ স্বয়ং মহাবীর, অতএব আজ্ বিশেষ কৌশলের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ না করিলে, কি দুর্ভাগ্য যে হবে তা বল্‌তে পারি না। চল, সকলে বীরদর্পে চল।

[রণবাদ্য এবং সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

শিবির মধ্যে এক গৃহ।

বীরবালা এবং কুশলা।

কুশলা। বীরবালে! তোর্ এ উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি দেখে আমার ভয় কচ্ছে। যুদ্ধবেশ ধারণ করেছিস্, তুই কি সত্যই যুদ্ধে যাবি নাকি?

বীরবালা। (সানন্দে) যুদ্ধে যাব বৈ কি? (তরবারি উত্তোলিত করিয়া) এই দেখ্ আমার অসি, আজ এই অসির আঘাতে কত বীরপুরুষকে বধ কর্‌ব।

কুশলা। একি লো? যুদ্ধে যেতে এত ফুল, ফুলের মালা কেন? এ সব দিয়ে তুই কি কর্‌বি?

বীর। যুদ্ধে যিনি সকল অপেক্ষায় অধিক বীরত্ব প্রকাশ কর্‌বেন, এ ফুল তাঁরই মস্তকে বর্ষণ কর্‌ব, আর এ কুসুমমালা তাঁরই গলে পরাব।

কুশলা। তবে কি তুই নিশ্চয়ই যুদ্ধে যাবি?

বীর। আবার নিশ্চয় কি?

কুশলা। আয়, তোর এ আলুলায়িত চুলগুলি বেঁধে দি।

বীর। না, আমার আর চুল বেঁধে কাজ নাই।

কুশলা। তোর এ ভৈরবী বেশ দেখাতে খুড়িমাকে একবার ডেকে আনি।

[দ্রুতবেগে কুশলার প্রস্থান।

বীর। (স্বগত) এই মালা আজ বীরকেশরী ছান্দ্রকোতসের গলে পরাব। আর এ অসি কেন? প্রিয়বরের অমঙ্গল হলে, ইহাই আমার শান্তির আশ্রয়-স্বরূপ হবে। এই অসি আমায় ছান্দ্রকোতসের নিধন-কুবার্ত্তা শুনে অসুখী হতে দিবে না।— প্রিয় অসি! এস, তোমায় হৃদয়ে ধারণ করি। (অসিকে আলিঙ্গন)

যুদ্ধবেশে শিলবঙ্ক এবং সঙ্গে সঙ্গে দামিনী
ও কুশলার প্রবেশ।

শিলবঙ্ক। (সহাস্যে) রণপ্রিয় মা আমার প্রস্তুত হয়ে বসে আছেন। মা! তোর এ সূর্য্যতেজস্প্রভ বদন দেখে আমারই যে ভয় কচ্ছে। মা, আমার অসিধারিণী স্বর্গীয় দেবী। (গণ্ডে চুম্বন করত) মা, বীরত্বের উৎসাহ-মূর্ত্তি। বীরবালে! তুমি কি সত্যই যুদ্ধে যাবে?

বীর। বাবা, আমি যাব।

দামিনী। (সহাস্যে) পাগলিনি! তুই কোথায় যাবি?

বীর। মা, আমি যুদ্ধে যাব।

শিল। আর গৌণ নিষ্প্রয়োজন (দামিনীর করস্পর্শ করিয়া ও কুশলার শিরশ্চুম্বন করতঃ) বীরবালে! যাবে ত চল মা।

[শিলবঙ্ক বীরবালার কর ধারণপূর্ব্বক প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

যুদ্ধক্ষেত্র।

হিন্দু সৈন্যগণ এবং মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ।

চন্দ্রগুপ্ত। ঐ দেখ, ম্লেচ্ছসৈন্যের পতাকা দেখা যাচ্ছে। ক্ষণকাল পরেই এরা এসে উপস্থিত হবে। তোমরা এখন এমন প্রস্তুত হয়ে থাকবে যে, শিলবন্ধ নবৈন্যে সম্মুখবর্ত্তী হবার পুর্ব্বেই মহাবেগে আক্রমণ করবে, যে পর্য্যন্ত দেখবে একটি হিন্দু সেনা জীবিত আছে, সে পর্য্যন্ত যুদ্ধে পৃষ্ঠদান করিবে না। আজ যুদ্ধে পরাভব হলে অনন্তকাল পর্য্যন্ত আমাদিগকে আর্য্যকুলকলঙ্ক কাপুরুষ বলে লোকে ঘৃণা করবে। ম্লেচ্ছের অধীনতা অপেক্ষায় মৃত্যুও শতগুণে শ্রেয়ঃ। যুদ্ধে যে কাপুরুষতা দেখাবে, কি পৃষ্ঠদান করিবে, তাহাকে আমি হয় বিনাশ, না হয় নির্ব্বাসিত করব। আর যিনি যত বীরত্ব দেখাবেন, আমি প্রাণ দিয়াও তাদের উপকারে যত্নশীল হব। দেখ সৈন্যগণ! মাতৃভুমির প্রতি আমার যে সম্বন্ধ তোমাদেরও সেইরূপ। আজি একস্বার্থে, একমনে, একবলে, সকলে উপস্থিত সংগ্রামে বদ্ধপরিকর হও। বল দেখি, আর সমান নীচ, নরাধম, পশু, পিশাচ জগতে আর কে আছে, যে অনায়াসে মাতৃতুল্য মাতৃভুমি ম্লেচ্ছ-করে অর্পণ করে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হতে পারে? সে ঘৃণিত কুলাঙ্গার বজ্রাহত হউক। কোন্ নরাধম পামর মাতৃবক্ষে ম্লেচ্ছপদাঘাত সম্মুখে দাঁড়ায়ে সহ্য করে

পারে ? আমরা আজ্ যদি রণে ভঙ্গ দেই, কি পরাভব স্বীকার করি, তবে, আমরাও সেইরূপ পামর এবং নরাধম মধ্যে গণ্য হবো ; আমাদের সম্মুখে মাতৃতুল্য প্রিয় জন্মভূমি ম্লেচ্ছপদে দলিত হবে, তাই কি আমরা সহ্য কর্‌ব ? দেখ, ঐ শিলবক্ষ আস্‌ছেন্। তোমরা এখন জয়ধ্বনি করে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াও। (সকলে একত্রে, জয় মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্তের জয়)

[দূর হইতে ম্লেচ্ছসৈন্যগণ, জয় মহাবীর সিলিউকসের জয়]

চন্দ্র। (সৈন্যের প্রতি) আর দেখ কি, আক্রমণ কর, আমার বিনাশ হলেও তোমরা ভীরুর ন্যায় রণে ভঙ্গ দিও না।

(হিন্দু সৈন্যগণ, জয় মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের জয়)

[ম্লেচ্ছসৈন্যগণ নিকটবর্ত্তী হইয়া, জয় মহাবীর সিলিউকসের জয়]

(উভয় সৈন্যে ঘোরতর যুদ্ধ, এবং অধিক সংখ্যক ম্লেচ্ছসৈন্যের নিপাত)

চন্দ্রগুপ্ত। (শিলবক্ষের প্রতি) মহাশয় ! এ কোন্ বীরত্বের চিহ্ন যে নারীসঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন ? আপনি জানেন্ যে, আর্য্যযোদ্ধা কখনও নারী কি দুর্ব্বলের প্রতি অস্ত্রক্ষেপ করে না। নারীর অঞ্চল ধরে কে যুদ্ধে এসে থাকে ?

শিলবক্ষ। (সক্রোধে) অগণ্য সৈন্য আপনার বল, আমার অল্পসংখ্যক সৈন্য। সহস্র মেষ চেষ্টা করিলে একটি ব্যাঘ্রকে কি বধ করিতে পারে না ? আপনাদিগের বীরত্বে ধিক্। আমাদের নারী হতেও হিন্দুযোদ্ধা সাহসহীন।

চন্দ্র। (তড়িৎবেগে অসি ঘুর্ণিত করিয়া) কি ?——কি বল্লে, ম্লেচ্ছশূর ?

জান না আর্য্য-বীরত্ব-বারতা
অসীম শকতি কত তারা ধরে,
বীর্য্যে সিংহ সম, শত্রুর শমন,

মেষ-শিশু জানে নাহি গণে কারো।
দেখাইতে বল মহা কুতূহলে,
লক্ষ শত্রুমাঝে অমিত সাহসে
এক আর্য্যসুত প্রবেশে সহাস্যে
আপনা ভুলিয়া রণরঙ্গে মাতি
নহে তায় ভীত সে বীরকেশরী।
কে শুনেছে কবে সমরে কাতর
আজন্ম-অভীত, রণরঙ্গপ্রিয়
অগ্নি আর্য্যসুত অরাতি-ইন্ধনে ?
এস ম্লেচ্ছবীর সম্মুখ-সংগ্রামে
মিটাইব তব বাসনা অসুখ,
দেখাইব আজ আর্য্যের সাহস,
আর্য্যের বীরত্ব, আর্য্যের কৌশল।

বীরবালা। (চন্দ্রগুপ্তের মস্তকে পুষ্প বৃষ্টি করিতে করিতে) ধন্য আর্য্যকুল-গৌরব ছাত্রকোত্তম !!!

চন্দ্র। মহাবীর্য্যে আজ এই অসিঘাতে
দেখাব তোমার শমন সুহৃদে
এস দেখি শূর! ধর কত বল ?

শিল। তবে এস।

(উভয়ের পরস্পর যুদ্ধ এবং অস্ত্রাঘাতে শিলবক্ষের মূর্চ্ছা।)

বীরবালা। হা পিতঃ! (পতন ও মূর্চ্ছা।)

চন্দ্র। (সৈন্যের প্রতি) ধর ধর, ধর, একি হলো, (বীরবালাকে ক্রোড়ে তুলিয়া বসাইয়া) একটুকু জল আন, (মস্তকে ঘ্রাণ করিয়া) ইনিই কি শিলবক্ষের কন্যা ?

(আর্য্যসৈন্য কর্ত্তৃক শিলবঙ্ককে রাজ-শিবিরে লইয়া যাওয়া)

বীরবালা। (চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া এবং অসি হস্তে দাঁড়াইয়া) মহারাজ চান্দ্রকোতস্! আপনি আমার পিতৃশত্রু হলেও (ক্রন্দন) আপনার বীরত্বে ধন্য, ধন্য আপনার বাহুবল, আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আজকার যুদ্ধে, যিনি অধিক বীরত্ব দেখাবেন, তাঁকে এই কুসুমমাল্য স্বহস্তে গলে পরাইয়া দিব। আসুন মহারাজ! প্রতিজ্ঞা রক্ষা করি। (চন্দ্রগুপ্তের গলে মাল্য দান) তথাপি আপনি আমার পিতৃশত্রু, আমার পিতৃদেবকে বন্ধ করেছেন। আমি কি পিতার ঋণে আবদ্ধ থাকব, (অসি নিষ্কোষিত করিয়া) আসুন মহারাজ, পিতৃধার শোধ দিয়ে প্রাণ পরিত্যাগ করি।

চন্দ্রগুপ্ত। (বিস্মিত হইয়া) ধন্য মহাবীর শিলবঙ্কের কুমারী! আজ থেকে তোমার বীরমূর্ত্তির প্রতিবীর-গৃহে পূজা হবে। তুমিই পিতার সুসন্তান।

বীর। (ক্রন্দন করত) পিতৃশোক হৃদয়ে আর সহ্য হয় না, মহারাজ! অস্ত্র গ্রহণ করুন।

চন্দ্র। বালে। আমি অস্ত্র গ্রহণ করব না। আর্য্য-সন্তান কখনও নারীরক্তে অস্ত্র কলুষিত করে না। তোমার আশ্চর্য্য বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ, তোমাকে শরীর দান কল্লেম, তুমি আমায় অসির আঘাতে খণ্ড খণ্ড করে পিতৃঋণ হতে মুক্তি লাভ কর।

বীর। (অস্ত্র ত্যাগ করিয়া) হা, পিতঃ! বিদেশে, বিপাকে, শত্রুমাঝে জনমের তরে আমায় পরিত্যাগ কল্লে। (পতন ও মূর্চ্ছা)।

[পট ক্ষেপণ।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী—এক নিভৃত গৃহ।

বীরবালা এবং চন্দ্রগুপ্ত আসীন।

চন্দ্র। বালে! দণ্ডে দণ্ডে তুমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়্‌ছ কেন?

বীর। মহারাজ! পিতৃশোক আমি আর সহ্য কর্ত্তে পারি না। (ক্রন্দন)

চন্দ্র। ভয় নাই, তোমার পিতা জীবিতই আছেন।

বীর। তিনি কোথায়?

চন্দ্র। তিনি বন্দী হয়ে আমার গৃহে আছেন।

বীর। কি? তিনি বন্দী? (মূর্চ্ছা)

চন্দ্র। পিতৃ-অপমানে, আঘাতিত ফণিনীর ন্যায় বীরবালা মাথা কুট্‌ছেন। উঃ বালিকার এত অভিমান!! (বীরবালার মুখে জলসেক ও বীজন)।

বীর। মহারাজ! শত্রুকন্যার প্রতি এত যত্ন কেন? আমাকে ছেড়ে দিন; একবার ব্যাধজালে পরিবেষ্টিত সেই সিংহকে দেখে আসি। (ক্রন্দন) বাবাকে একবার দেখে আসি।

চন্দ্র। কোন চিন্তা নাই, তোমার বাবাকে দেখ্‌তে পাবে। তাঁর জন্য কিছু ভয় নাই। আমরা পামর নই, বন্দীর প্রতি কখনও অসদ্ব্যবহার করি না। তিনি বন্দী হয়েও রাজার মত সুখে আছেন। তুমি তাঁর জন্য ভেবে আর মূর্চ্ছিত হইও না। আমি কত কষ্টে আজ চার পাঁচ বার তোমার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করেছি।

বীর। (ক্রন্দন) হা ঈশ্বর।

চন্দ্র। এই ত আবার তুমি কাঁদছ।

বীর। আমার শরীর অত্যন্ত অস্থির হয়েছে।

চন্দ্র। তবে শয়ন কর, আমি তোমায় বাতাস করি। (বীর-বালার শয়ন)

চন্দ্র। (স্বগত) এমন নারীদুর্লভ রূপমাধুরী ত কখনই দেখি নাই। ম্লানমুখী পদ্মিনীর যে কেমন একটি নিভৃত চারু কান্তি আছে, তাহা কবিরও জ্ঞানের অগোচর, সে নিষ্প্রভ স্নিগ্ধ-কান্তি এখন আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি। ঊষার ম্লান চন্দ্রিমায়, যে কেমন একটুকু গুপ্ত মাধুরীর আভা খেলা করে, তাহাও কবির স্থূলজ্ঞানে স্থান পায় না। আজ্ কবি এসে দেখুক্ তন্বীর সুকোমল ম্লান চন্দ্রবদনে কত শোভা!

বীর। (চাহিয়া) মহারাজ! আপনি যে আমার জন্য আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করেছেন। আমার প্রতি এত দয়া!! আমার সামান্য জীবন ত এ ঋণশোধের উপযুক্ত নয়।

চন্দ্র। বীরবালে! রোগীর শুশ্রূষা, শোকাতুরের সান্ত্বনা, দুঃখীর অভাব মোচন, আশ্রিতের জন্য জীবনদান এবং ভীরুর প্রতি ক্ষমাদান এ আমাদের স্বভাবসিদ্ধ এজন্য তুমি ঋণী হবে না।

বীর। মহারাজ! এ ঋণ হতে কে মুক্ত কর্ব্বে?

চন্দ্র। একবার আমি তোমার পিতার নিকট যাই। আজ্ তোমার পিতাকে নির্ম্মুক্তি দান কর্‌ব। আর তোমাদের আমার গৃহে বাসজনিত কষ্ট অনেক দিন ভোগ কর্ত্তে হবে না।

বীর। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস সহকারে চন্দ্রগুপ্তের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) মহারাজ! আর একবার কি দেখা হবার প্রত্যাশা কর্‌তে পারি?

চন্দ্র। (সহাস্যে) অবশ্য।

[চন্দ্রগুপ্তের প্রস্থান।

বীর। (স্বগত) হৃদয়! তুমি ধন্য, অযোগ্য লোকের প্রতি

ধাবিত হও নাই। তুমি যাঁর জন্য ব্যাকুল, তিনি রাজেন্দ্র, নরেন্দ্র, এবং বীরেন্দ্র। আজ্ শোকসুখবিমিশ্র হৃদয় কেমন একভাবে উদ্বেলিত হচ্ছে। পিতার হীনতায়, এবং যাঁহাকে হৃদয় দান করেছি, তাঁর বীরতায়, হৃদয়ে সুখ দুঃখের তরঙ্গ মহাবেগে আঘাত কর্‌ছে। আমার সুখ দুঃখ আজ্ সকলই সাগরসমতুল অপার, এখন আমার শান্তিই মৃত্যু! জগদীশ, আমি এখনি মরি, উঃ। (দীর্ঘনিঃশ্বাস)

একজন দাসীর প্রবেশ।

বীর। তুমি কে? কি চাও?

দাসী। আমি দাসী, মহারাজের আদেশে আপনার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হয়েছি।

বীর। মহারাজ কোথায়?

দাসী। দেওয়ানে।

তৃতীয় দৃশ্য।

চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী।

বন্দিগৃহ।

শিলবঙ্ক। (স্বগত) মহাবীর ছান্দ্রকোতসের বীরত্ব দেখ্‌লাম। এরূপ মহাবীর আমি কখনও দেখি নাই। হায়! আমি স্বদেশে কি বলে আর এ পাপমুখ দেখাব। হা মা বীরবালে! তুমি কোথায়? প্রাণেশ্বরী দামিনীর আজ্ কি দশা হয়েছে! উঃ! এখানে অস্ত্র থাকলে এ কলঙ্কিত জীবন এই মুহূর্তে পরিত্যাগ

কৰ্ম্ম। "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু" আমার তাই হয়েছে। কত রাজ্য জয়, এবং কত রাজাকে বন্দী ও অস্ত্রশূন্য কল্লেম, অবশেষে এখানে আমার পোষিত দর্প একেবারে চূর্ণীকৃত হলো। মহাবীর ছান্দ্রকোতস্! তুমি কি আমারই দপ চূর্ণ করতে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেছিলে? যাহাকে মৃণাল-সূত্রের ন্যায় লঘু বোধে অবহেলা করেছিলাম, সে যে দেখি মহাবজ্র হতেও মহা ভয়ঙ্কর!!!

দুই জন সৈন্য এবং চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ।

চন্দ্র। (সসম্ভ্রমে) বীরবর! যদিও কর্ম্মদোষে আজ্ আপনি আমার গৃহে বন্দী, তথাপি আপনার বীরত্বের তুলনা নাই। আমি আপনাকে কারামুক্ত করিলাম। আসুন, আপনাকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করি।

শিল। আপনি আমার পরম শত্রু, কিরূপে আমায় বন্ধুভাবে গ্রহণ কর্‌বেন। আমি জানি আপনি সুসভ্য এবং বীরধর্ম্ম পালন করে থাকেন। তবে বীরের বন্ধুভাবে আলিঙ্গন আর কি হতে পারে। আমায় অস্ত্র দান করুন, তবেই যথেষ্ট হবে।

চন্দ্র। যথাবিহিত সন্ধি করতঃ আপনাকে অস্ত্র দান করিব, এবং আপনাকে মুক্ত করিব।

শিল। আমি মুক্তি চাই না।

চন্দ্র। আপনার তবে কি ইচ্ছা?

শিল। আজ্ দেখ্‌ব আপনি কেমন সত্যপ্রিয়।

চন্দ্র। আর্য্যসন্তান মৃত্যুশয্যায়ও সত্যপ্রিয়।

শিল। আপনি অস্ত্র গ্রহণ করুন, আমার অস্ত্র আমার হস্তে দান করুন, সকলের নিকট আজ্ উভয়ের বীরত্ব প্রদর্শিত হউক। আপনি আমার এই কথাটি রাখিলে জানিব, আপনি প্রকৃত বীরপুরুষ।

চন্দ্র। (সদর্পে) আর্য্যসন্তানের যুদ্ধ অতি-প্রিয়-খেলা। ইহাতে যে পৃষ্ঠদান করে, সে ভীরু, সে কাপুরুষ। আপনি বন্দী, আপনার প্রতি আমি যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে পারি, এখন আপনার প্রস্তাবে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও, আমার নাম মহাবীর শিলবক্ষের মস্তকোপরি ধ্বনিত হইবে। আমার নামে শিলবক্ষকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে হইবে। তথাপি আমি অসম্ভব বীরোচিত এবং আর্য্য-সাহসের বলে আপনাকে বলিতেছি, আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। আর্য্যসন্তান ভীরু নয় যে, সে যুদ্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ করবে। (জনান্তিকে) যাও, তুমি এখনই দুইখানি তীক্ষ্ণধার অসি লয়ে এস। (শিলবক্ষের প্রতি) চলুন, আপনার বাসনা পূরাইগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজভবনের সম্মুখবর্ত্তী প্রাঙ্গণ।

নাগরিক, সেনা, বাদ্যকর।

(নিষ্কোষিত অসিহস্তে শিলবক্ষ এবং মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ।)

(নাগরিকগণ, এ কি ! একি !!)

শিলবক্ষ। (অসি ঘুরাইয়া) এইবার সাবধান হউন।

(উভয়ের তুমুল সংগ্রাম এবং শিলবক্ষের পতন)

চন্দ্র। (জানু দ্বারা শিলবক্ষের বক্ষ চাপিয়া এখন ? (অসি উঠাইয়া) এবারও কি আপনি অস্বীকার করবেন, পরাভূত হয়েন নাই ? (চারিদিক্ হইতে, জয় মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের জয় এবং মঙ্গল বিজয় বাদ্য)

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজ-অন্তঃপুর—গৃহ।

বীরবালা এবং চন্দ্রগুপ্ত।

চন্দ্র। বীরবালে! তোমার পিতা মুক্ত হয়েছেন। তোমাদের সৈন্যগণ মুক্ত হয়েছে। তুমি কাল পরমানন্দে তাঁদের সঙ্গে যাবে।

বীর। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) মা কোথায়?

চন্দ্র। সকলেই আছেন।

বীর। সন্ধি-পত্রে কি লেখা হয়েছে?

চন্দ্র। তোমার পিতা আর এদেশে কখনও আস্‌বেন না।

বীর। কি? বন্ধুভাবেও আসবেন্ না?

চন্দ্র। শত্রুরাজ্যে এসে তাঁর প্রয়োজন কি?

বীর। আমরা যাব কবে?

চন্দ্র। যে দিন ইচ্ছা। একটি কথা বল্‌তে চাই।

বীর। কি কথা?

চন্দ্র। যদি পালন কর, তবে বলি।

বীর। (অশ্রুপাত করতঃ) প্রাণ দিয়েও পালন কর্‌ব।

চন্দ্র। (সহাস্যে) শত্রুর জন্য প্রাণদান কি সম্ভবে?

বীর। (কাঁদিয়া) অবশ্য অসম্ভব, কিন্তু আমাতে আজ তা সম্ভবে, আপনি বলুন।

চন্দ্র। চন্দ্রগুপ্ত বলে জগতে এক জন আছে, এই কথাটি তোমার মনে থাকবে কি?

বীর। (ব্যাকুল ভাবে) এ কথার কি সদুত্তর দিব আমায় শিখাইয়া দিন্।

চন্দ্র। আমাকে অপরাধী মনে করিলে ক্ষমা করো। আর তা হলে এ পাপীর নাম যেন তোমার হৃদয় কলুষিত না করে।

বীর। (সখেদে) প্রিয়তম। (দন্তে জিহ্বা কাটিয়া) আমায় ক্ষমা করবেন। রাজন্! আপনার কথাগুলি হৃদয়স্পর্শিনী। সপ্ত-সমুদ্র পারে এ হতভাগিনী আপনার নাম করবে, তায় আপনার তুল্য উন্নতহৃদয়ীর কি সুখ দিবে জানি না। আগে আমায় তাই বলুন। (চক্ষুর জল মুছিয়া) আর আমি কিছু বলিতে পারি না। আমায় ক্ষমা করুন। আমি মুখরা অবলা নই।

চন্দ্র। তুমি আমায় মনে স্মরণ রাখ্‌বে, একথা মনে করে যে আমার কত সুখ হবে, বলিতে চাই না। তোমার কাছে শিক্ষা করে আমিও মনের ভাব চাপিয়া কথা কহিতে জানিলাম। তাই এইমাত্র বল্‌ছি, উহা সুখের জন্য নয়, তবে কেন যে তুমি আমায় মনে করবে, আমার বেস্ বোধ হচ্ছে, আমার হৃদয়ের সহিত কথা কহিতে পারিলে, তার সদুত্তর পাইতে।

বীর। আমরা নারী, সকল সময়ে মনের বেগ চাপিয়া না চলিলে হতে পারে না। অন্যথা, আপনারাই আমাদিগকে ঘৃণা করে থাকেন। আমরা আজন্ম-মরণ সুখ দুঃখ মনেতেই চাপিয়া রাখি, জগদীশ্বর এইজন্যই আমাদিগকে সৃজন করেছেন। (চক্ষুর জল মোচন)

চন্দ্র। কেন তোমার চক্ষুর জল পড়্‌ছে যে?

বীর। তার অনেক কারণ আছে আপাততঃ শুনে কিছু প্রয়োজন নাই। কোনও দিন বল্‌বার সময় হলে বল্‌ব।

চন্দ্র। আর কবে আমার দেখা পাবে, বীরবালে?

বীর। ঈশ্বরেচ্ছায় তা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নয়, তবে এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি, যদি কখনও আমার কিছু বলিবার হয়, তা আপনি ভিন্ন আর কারো কাছে বল্‌ব না।

দাসীর প্রবেশ।

দাসী। মহারাজ! মন্ত্রী মহাশয় আপনায় অপেক্ষা কর্‌ছেন।

চন্দ্র। (বীরবালার প্রতি) তুমি আর কিছু পরেই পিতৃশিবিরে যাইও, তোমার পিতা মুক্ত হয়েছেন। আমার বোধ হয়, আর তোমার সহিত দেখা করার সময় হয়ে উঠ্‌বে না। তবে এইমাত্র মিনতি, পিতৃশত্রু বলে উপেক্ষা করিও না।

বীর। (সজলনয়নে) কি? উপেক্ষা!!

[চন্দ্রগুপ্ত ও দাসীর প্রস্থান।

বীর। (স্বগত) হৃদয়! তুমি শান্ত হও। তুমি আর আমায় ব্যাকুল করো না। তুমি বৃথা কেন দগ্ধ হও।

পঞ্চম দৃশ্য।

সভাকুট্টিম।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত এবং চাণক্য।

চাণক্য। মহারাজ! আমি যদি গুপ্তচর শিলবক্কের শিবিরে না পাঠাতেম তা হলে সর্ব্বনাশ হতো। দেওপালের কু-অভিসন্ধি সিদ্ধ হলে আজ সর্ব্বনাশ হতো।

চন্দ্র। আপনার ন্যায় বৃহস্পতি মন্ত্রী যার শুভ ফল বাঞ্ছা করে, তার আর ভাবনা কি? আপনি সংসারে এসে যে মহৎ

কার্য্য সকল ক্রমে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির গুণে সুসিদ্ধ কল্লেন, আপনার যশ যুগযুগান্তরেও লোকমুখে বাস কর্‌বে।

চাণক্য। যাহোক, শিলবক্ষ সপরিবারে শিবিরে গিয়াছেন। সন্ধিপত্র ইত্যাদি সমস্ত প্রস্তুত হয়েছে, কেবল আপনার স্বাক্ষরের অপেক্ষা। তা হলেই তিনি দেশ পরিত্যাগ করে যাবেন। (সন্ধিপত্র দান এবং চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হওন)

চন্দ্র। তবে আর আপনি গৌণ কর্‌বেন না। একবার শিলবক্ষের শিবিরে যান।

[চাণক্যের প্রস্থান।

চন্দ্র। (স্বগত) যুদ্ধেতে জয়ী হলেম। দুঃখের নিশি অবসান হল, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে চারুচন্দ্র হারালেম। বীরবালে! তুমি কুসুম-মালা দিবার ছলে কি আমার মন কেড়ে নিলে? তুমি সামান্যা মানবী নও, তুমি অমূল্য নারী-রত্ন, যুদ্ধ-সমুদ্রে ঝাঁপ্ দিয়ে তোমায় তুলেছিলাম। আবার তুমি অতল জলে নিমগ্ন হলে! যাও।

একজন প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতি। (প্রণাম পূর্ব্বক) মহারাজ! এই পত্রখানি শিলবক্ষের শিবির থেকে এসেছে। (পত্র প্রদান)

চন্দ্র। পত্র কে লয়ে এসেছে?

প্রতি। (করযোড়ে) মহারাজ! যে পত্রখানি লয়ে এসেছিল, সে এই পত্রখানি আমার হাতে দে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

চন্দ্র। (পত্রপাঠ) "প্রাণেশ্বর," একি? না, মুছে ফেলেছে। আগে প্রাণেশ্বরই লিখেছিল, যা হোক পত্রখানি পাঠ করে দেখি,—রাজন্!

[রাজাদেশে প্রতিহারীর প্রস্থান।

"রাজন্‌!

দুঃখিনী চিরকালের জন্য বিদায় চায়, অন্যের স্থূলচক্ষে আমি দুঃখিনী নহি, ফলতঃ আমি নিতান্ত দুঃখিনীর বেশে চলিবার সময় হৃদয়ের বেগ আর সঙ্কুচিত রাখিতে পারিলাম না। আপনি যখন আমার কথা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন এ দীনা বলিয়াছিল, সময়ে জানাইবে। এখন আমার সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমি স্ত্রী-প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম করিয়া আপনারে পত্র লিখিতেছি, বোধ হয়, আমার তাহাতে অধিকারও থাকিতে পারে; যাহা হউক আমি অধিক কিছু বলিতে চাই না, আমার ঔদ্ধত্য ক্ষমা করিবেন। আমি আপনার সদ্‌গুণে, হারি মানিয়াছি, আপনা হারিয়াছি। এদিকে পিতা ঠাকুর আপনার নিদারুণ প্রহারে মুমূর্ষু-দশায় ধরাবলুণ্ঠিত হইতেছিলেন, ওদিকে আমি আপনার বীরত্বে ভুলিয়া পুরস্কার স্বরূপ পুষ্পমাল্য আপনার গলে পরাইয়া দিই। "প্রিয়বর!" হৃদয়বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া হঠাৎ এই সম্বোধনটি লিখিয়া ফেলিয়াছি, একবার মনে করিলাম মুছিয়া ফেলি, আবার ভাবিলাম, আপনি ক্ষমা করিবেন; এই ভাবিয়া রাখিলাম, আপনি যাহাই ভাবুন না কেন, হৃদয় আজ আপনাকে এইরূপই সম্বোধন করিবে। দুঃখিনী আর আপনাকে, রাজ-রাজেন্দ্রকে, "প্রিয়বর" বলিয়াই ডাকিবে, তাই বলি, প্রিয়বর! আর একটি কথা স্মরণ রাখিবেন, আমি যে করবাল ধারণ করতঃ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, তাহারও কারণ আপনি। যুদ্ধক্ষেত্রে আপনার অমঙ্গল দেখিলে ঐ তীক্ষ্ণধার অসি এ দুঃখিনীর বড় উপকারে আসিত। আরও কি কিছু বলিতে হইবে? হাঁ, আর একটি কথা বলিবার রহিল, যে কথাটি আমার নিকট শুনিবার জন্য আপনার অগ্রহান্বিত চন্দ্রব-

নের কত শোভা দেখিয়াছি, সেই শোভা দেখিতে আমার বড়ই মিষ্ট লাগিয়াছিল। আপনার সেই প্রশ্নের উত্তর গ্রহণ করুন। আপনার শুদ্ধ নাম নহে, প্রতিকৃতি আমার হৃদয়ে আমরণ অনপনেয় রেখায় অঙ্কিত রহিবে। এখন, ইহাতে যদি আপনার হৃদয়ে কিছু সুখও অনুভূতি হয়, তা হলেই আমি ধন্য, তা হলেই আমি সুখী হইব। যদি ইচ্ছা হয় পত্রের উত্তর দিবেন।

আপনার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণী

বীরবালা।

পুঃ—

"বীরবালা, বীরেন্দ্রকে হৃদয় দান করিলে তাহার পিতা মাতাও সুখী হইবে। সিলিউকস্।"

চন্দ্র। হায়! প্রাণেশ্বরি! গুরুতায় নগাধিরাজ হিমাচল তোমার কাছে হারি মানে। বুদ্ধিতে বৃহস্পতি তোমার কাছে হারি মানিতে পারে, তুমি কি গম্ভীর প্রকৃতি লয়ে জন্ম গ্রহণ করেছ। তুমি আমায় হৃদয় দান করেছ, কত মানসিক যন্ত্রণা সহিয়াও তুমি তাহা মুখস্ফুট কর নাই, আজি জনমের তরে বিদায় লইতেছ, হৃদয়-বেগ সম্বরণ করিতে পার না, তাই তুমি এখন মনের কথা প্রকারান্তরে বলিলে। যাও, প্রিয়ে! আজ তোমার এ কথা না বলে গেলেই ভাল হতো, তা হলে আমি পাগল হতেম না। পত্রখানি আর একবার পাঠ করি, (সবিস্ময়ে) একি! এই পত্রের মধ্যে শিলবক্ষেরও নাম দেখিতে পাই, এ নামটি কই আগেত দেখিতে পাই নাই। (সহর্ষে) তবে হৃদয়, শান্ত হও, ব্যাকুল হইও না। এখনও আশা-প্রদীপ নিভিয়া যায় নাই। বোধ হয়, এ গুপ্ত পত্র শিলবক্ষের হাতে পড়িয়াছিল।

প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতি। মহারাজ! শিলবক্ষের শিবির থেকে আর একজন লোক এসেছে।

চন্দ্র। তাঁকে এখানে আন।

মেগেস্থিসের প্রবেশ।

চন্দ্র। (দাঁড়াইয়া হস্ত প্রসারণ করতঃ) আসুন।

মেগে। মহারাজ! সিলিউকস কিছু অসুস্থ আছেন। আপনি তাঁর অভদ্রতা মাপ করুন, তাঁর অনুরোধ মহারাজ একবার শিবিরে যান্।

চন্দ্র। সে জন্য এত সুজনতার প্রয়োজন কি? চলুন এক-সঙ্গেই যাই।

মেগে। মহারাজ! ক্ষমা করুন, অনুমতি হয় ত আমি কিছু পূর্ব্বেই শিবিরে যাই। বোধ হয় মহারাজের কিছু বিলম্ব হতে পারে। আমি তবে অগ্রসর হই।

চন্দ্র। চলুন, আমিও যাচ্ছি।

[উভয়ের বহির্দ্দেশে গমন।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

শিবিরাভ্যন্তর।

কুশলা ও দামিনী।

কুশলা। খুড়িমা, আজ্ শিবির এত সুসজ্জিত হচ্ছে কেন, ওবেলা না আমরা যাব?

দামিনী। কি দিয়ে শিবির সাজান হচ্ছে, কুশলে?

কুশলা। এদেশীয় রাজগণকে পরাজিত করে যত মণি,

মাণিক্য, সুবর্ণ ও রৌপ্যখচিত বস্ত্র পেয়েছিলেন তাই দে, এই প্যাশের গৃহটি এমন সুসজ্জিত হয়েছে, বোধ হয়, যেন ইন্দ্রালয় এর কাছে কোন্ ছার।

দামিনী। কোথা মা? আমি ত কিছুই জানি না।

বীরবালার প্রবেশ।

দামিনী। মা বীরবালে! আজ তোর্ এ বেশ কেন? আলু-থালু চুল, মুখমণ্ডল ম্লান হয়ে গিয়েছে, হাসি নাই। এত গম্ভীর, অথচ ব্যস্ত এবং চিন্তিত তোরে ত কখনও দেখি নাই। (চুম্বন) মা আমার কেমন হয়ে গেছে, আয় তোর চুল গুল বেঁধে দিই। (উপবেশন এবং কবরীবন্ধন)

সিলিউকসের প্রবেশ।

সিলিউকস্। মা বীরবালা কোথায়?

দামিনী। এইত চুল বেঁধে দিচ্ছি। (বীরবালার সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান)

সিলি। (বীরবালার প্রতি) মা স্বদেশে চল, আর কত কাল তোমাদিগকে পথে পথে বিদেশে বিদেশে কষ্ট দিব। আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমরাও কষ্ট পাও, না নিয়মিত সময়ে আহার, না সুনিদ্রা, না মনের সুখ।

কুশলা। খুড়ো মহাশয়! তবে আজই কি আমাদের যেতে হবে?

সিলি। (ঈষৎ হাস্য) হাঁ, এখনি।

বীর। (বিমর্ষ বদনে বসিয়া) মা, আমার শরীর অত্যন্ত অস্থির হয়েছে।

সিলি। মা! হঠাৎ তোমার এ কি হলো?

কুশলা। বীরবালা, কাঁদছ যে!

মেগেস্থিসের প্রবেশ।

শিলি। কি মেগেস্থিস, কার্য্যসিদ্ধি হলো ?

মেগে। আজ্ঞা হাঁ।

শিলি। মহারাজ কি আস্‌ছেন ?

বীর। (সহর্ষে দামিনীর প্রতি) কে আস্‌বে মা ?

মেগে। তিনি হয়ত আর অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই এসে উপস্থিত হবেন।

শিলি। (সহাস্যে) মেগেস্থিস্, তুমি তবে মহারাজার অভ্যর্থনার জন্য থাক। আমরা সকলে ততক্ষণ কিছু দূর যাই। আমার আর মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রয়োজন নাই। আপাততঃ আমি আমার স্ত্রী, কুশলা এবং বীরবালা, আর অল্প সংখ্যক শরীররক্ষক সৈন্য সঙ্গে করে অগ্রগামী হই, কেমন ?

মেগে। (সহাস্যে) বেস্ ত।

[মেগেস্থিস্ এবং শিলবক্তের প্রস্থান।

বীর। (অবসন্ন হইয়া শয়ন) উঃ।

দামিনী। মা, এমন অবসন্ন হয়ে পড়লি কেন ? তোর্ কি হলো, উঠে বস্ না, তোর্ চুল বাঁধাও ত হলো না।

বীর। আমি এখন চুল বাঁধব না ; মা, তোমরা সরে যাও, আমায় আর বিরক্ত করো না, আমার মন অত্যন্ত অস্থির হয়েছে, একটুকু চোখ বুজে থেকে দেখি।

কুশলা। তুই কাঁদিস্ কেন লো ?

মেগেস্থিসের প্রবেশ।

মেগে। (দামিনীর প্রতি) আপনারা সকলে ভাল কাপড় পরে, বীরবালাকে সাজিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে আসুন।

দামিনী। আমরা কোথায় যাব ?

মেগে। কর্ত্তা মহাশয় এই পার্শ্বের ঘরে আছেন, আপাততঃ সেই খানে আসুন।

দামিনী। এই কি আমরা একেবারে চল্লেম ?

মেগে। (সহাস্যে) আজ্ঞা হাঁ, শীঘ্র আসুন।

[মেগেস্থিসের প্রস্থান।

দামিনী। মা, উঠে এখন কাপড় পর, চল।

বীর। মা,—(মূর্চ্ছা ও পতন)

কুশল। খুড়ী মা, বীরবালার মূর্চ্ছা হলো যে।

দামিনী। তাই ত, মা বীরবালা, উঠ—(বাতাস প্রদান ও মুখে জল সেক করণতঃ) মা, কেন তোমার এমন হলো ?

বীর। (চৈতন্য লাভ করিয়া) মা, তবে কি আজই যাব ? (দীর্ঘ নিঃশ্বাস)

দামিনী। মা, তোর ভাব দেখে, আমার প্রাণ চমকে গিয়েছিল, যা হোক্ এখন তোর জ্ঞান হয়েছে দেখে আমি বাঁচলেম।

উপসংহার।

শিলবক্কের শিবির।

হীরক-মণি-মুক্তা-খচিত স্বর্ণাম্বরমণ্ডিত মনোহর বস্ত্র-গৃহ।

রত্নসিংহাসনোপরি মগধরাজ চন্দ্রগুপ্ত, এক পার্শ্বে শিলবক্ক, পশ্চাৎ ভাগে গ্রীক-সৈন্য। দক্ষিণ পার্শ্বে হিন্দু সৈন্য।

শিল। মহারাজ, ভারত যে প্রকৃত বীরভূমি, তা এইবার আমি বিশেষ করে জানলাম। (সহাস্যে) আমি দিগ্বিজয় কর্ত্তে এসে দুইটী অমূল্য রত্ন হারায়ে চল্লেম। একটি, বীরত্বের যশ, আর একটি, * *

চন্দ্র। মহাত্মন্! আপনার যশ এখনও লুপ্ত হয় নাই। আর আর একটি কি, বলুন?

শিল। আর একটি আমার হৃদয়ের মণিস্বরূপা "বীরবালা," আপনি উপেক্ষা না করিলে আপনার বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ তাকে আপনার করে সমর্পণ করতে বাসনা করি।

অগ্রে মেগেস্থিস, পরে দামিনী, তৎপশ্চাতে বীরবালা এবং কুশলার প্রবেশ।

শিল। (ব্যগ্রতার সহিত উঠিয়া, বীরবালার হস্ত ধরিয়া) মা, বীরবালে! পবিত্র সলিলেই হৃদয় বিসর্জ্জন দিয়াছিলে। এই দেখ, বীরত্বে পরিতুষ্ট হয়ে যাঁর মস্তকে পুষ্প-বৃষ্টি করেছিলে, যাঁহাকে গোপনে পত্র লিখেছিলে, এই সেই বীরেন্দ্র উপস্থিত। আজ আমি তোমাকে এই মহাপুরুষের হস্তে সমর্পণ করলেম, (চন্দ্রগুপ্তের ও বীরবালার হাতে হাতে সমর্পণকরণ) মা, তুমি বাল্যকাল

কে বীরত্বের প্রশংসা কর্‌তে, এখন যাঁর হাতে তোমাকে সমর্পণ
ম, আজীবন তাঁর প্রশংসা করেও তৃপ্ত হতে পার্ব্বে না।

(দামিনী এবং কুশলা কর্ত্তৃক পুষ্প বৃষ্টি)

কুশলা। খুড়ো মহাশয় কৌতুক করে যা বলেছিলেন তাই
না।

শিল। (কুশলার গণ্ড চুম্বন করতঃ) হাঁ মা, যা বলেছিলাম,
ই হলো। (হাস্য)

(বীরবালার মূর্চ্ছা এবং পতন)

দামিনী। হায় হায়! এ কি হলো!

বীর। (উন্মাদের ন্যায়) উঃ, কি আশ্চর্য্য স্বপ্ন!!!

শিল। (বীরবালাকে ক্রোড়ে তুলিয়া) মা, একবার চেয়ে
ঃ, তোমার এ স্বপ্ন আর ফুরাবে না।

শ্রী-বস্ত্র-পরিহিত, হস্তবদ্ধ শিশুপাল এবং জনৈক
সৈনিকের প্রবেশ।

সৈনিক। আজ পাঁচ দিন হলো আপনার আজ্ঞায় এই উন্মা-
কে আবদ্ধ রেখেছিলাম, যুদ্ধের গোলযোগে এ কথা আর কারো
র ছিল না, উন্মাদ এ পর্য্যন্ত আবদ্ধ এবং অনাহারী থেকে মুক্ত-
করেছে। এখন কি আজ্ঞা হয়।

চন্দ্র। খলস্বভাব সিন্ধুপতির অবস্থাও এই মত হলো।

শিল। সে কেমন মহারাজ?

[illegible] মহাশয়! আমার রাজ্যে কে কি দুরভিসন্ধি সাধনে-
[illegible] আমি সকলই জানতে পারি। দুর্ম্মতি সিন্ধুরাজ আমার
[illegible] আছেন।

[illegible]) তাঁর পুত্র শিশুপালকে বিবাহ
[illegible] শিশুপালকে তোমার [illegible]

শিশুপাল। (ক্রন্দন করতঃ) আমিই শিশুপাল, আমার দুর-বস্থা দেখুন। আমার কোনও অপরাধ নাই। অনাহারে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে।

শিল। (সবিস্ময়ে) কি? শিশুপাল। তোমার এ দশা কে কল্লে?

(সৈন্য কর্ত্তৃক হস্তের বন্ধন মুক্ত করণ)

শিশু। (বীরবালাকে দেখাইয়া) ইনিই আমার এ দুর্দ্দশার মূল।

শিল। (সবিস্ময়ে) কি. বীরবালা?

শিশু। আজ্ঞা হাঁ, ইনিই আমার স্ত্রীর বেশে ওঁর শয়নঘরে যেতে বলেছিলেন।

চন্দ্র। (রোষকষায়িতলোচনে) কি বল্লে, আবার বল, শুনি, (কম্পিত মুষ্টিতে অসি ধরিয়া) মায়াবিনী পিশাচিনীর কথা কি বল্লে? উঃ উঃ!!!

বীরবালা। (সবিস্ময়ে) একি হলো!!!

চন্দ্র। (ঝটিতি উঠিয়া) কালসাপিনি!! তুই থাক্। (বধোদ্যোগ)

মেগে। মহারাজ! এত অধীর হবেন না, আগে সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করুন।

কুশলা। (চন্দ্রগুপ্তের হস্ত ধরিয়া) মহারাজ! আমি এর সব তত্ত্ব জানি, আমার মিনতি শুনুন, একটুকু অপেক্ষা করুন। আপনি আমার কথা না শুনলে, কখনই আমি হাত ছাড়ব না।

চন্দ্র। (উপবেশন করতঃ) বল।

কুশলা। মহারাজ; বীরবালা এ বিষয়ের বাষ্পও জানে না। আমিই শিশুপালের এ দুর্দ্দশার মূল। (আমার কথা বিশ্বাস কোরু

না হলে, তারেশকে ডাকিয়া শুনিবেন, সে এখানে নাই যে, আমার কথা শুনে সেইরূপ বল্‌বে।

দামিনী। মা, তুই যা জানিস্‌, আগে বল্‌।

কুশলা। মহারাজ, বল্লে বিশ্বাস কর্‌বেন্‌ না, নির্ব্বোধ আমায় নিত্য বল্‌ত, যাতে বীরবালা আমায় ভালবাসেন, তাই করে দাও, আমি ও তারেশ কৌতুকের জন্য ওকে আশ্বাস দিতেম। এক দিন ও আমায় এতদূর আবদ্ধ করে ধল্লে যে, আমার ইচ্ছা হয়েছিল খুড়ো মহাশয়ের কাছে বলে এ নির্ব্বোধের শাস্তি দিই। আবার মনে মনে ভাব্‌লেম, তা না করে এ বন্য পশুকে নে কিছু আমোদ করি।

শিল। (সবিস্ময়ে) তার পর, তার পর।

কুশলা। তার পর, আমি বল্লেম, রাজকুমার! বীরবালার আপনার প্রতি যথেষ্ঠ ভালবাসা আছে। তাইতে এঁর এত আনন্দ হলো যে, হাত তুলে গাইতে আরম্ভ কল্লেন্‌। (সকলের হাস্য)

শিল। তার পর?

চন্দ্র। তবে কি সকলই এই নরাধমের দুষ্কৃতি?

কুশলা। মহারাজ! শুনুন্‌। আমি বল্লেম, মহাশয়! এত গোলমাল কর্‌বেন্‌ না, স্ত্রীর বেশে গুপ্তভাবে আপনাকে বীরবালা তাঁর গৃহে যেতে বলেছেন। তখনই আনন্দে নির্ব্বোধ স্ত্রীলোকের কাপড় পরিধান কল্লে, আমি বল্লেম, দাড়ি গোঁফ শুদ্ধ গেলে ত হবে না। অন্যে বুঝ্‌তে পার্‌বে, এ গুলি ফেলে দিন্‌, তার পর কত করে দাড়ি ফেলিয়ে দিলেম। দাড়িগুলি ভাল করে ফেলে ছিল না, তাইতে, মুখ চিত্র করে দিতে গে, মুখে খানিক চুণ কালি মাখিয়ে দিলেম, উন্মাদ্ব তাও টের পেলে না, তার পর, একে বীর-

বালার গৃহ বলে ফাঁকি দে, যে ঘরে খুড়ো মহাশয় ছিলেন, সেই ঘরে পাঠিয়ে দিই, তার পরেই এঁরা পাগল বলে বেঁধে রাখেন।

সৈন্য। এই দেখুন এখনও এর মুখের স্থানে স্থানে কালি লেগে আছে।

কুশলা। (দ্রুতবেগে গৃহে গমন এবং প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ) মহারাজ! এই দেখুন, শিশুপালের নিজ বস্ত্র আমি লুকিয়ে রেখে-ছিলেম। (সকলের উচ্চহাস্য)

চন্দ্র। নরাধমেরা পিতা পুত্রেই কি তবে পশু?

তারেশের প্রবেশ।

তারেশ। (শিশুপালের দিকে দৃষ্টি করিয়া সহাস্যে) কি মহা-শয়! খবর কি? মনোবাঞ্ছা ত পূর্ণ হয়েছে? (সিলিউকসের প্রতি) এর সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য্য উপাখ্যান আছে, শুনলে আপনারা হাস্য সম্বরণ কর্ত্তে পার্‌বেন না।

চন্দ্র। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতঃ) আর শুনিবার আব-শ্যক নাই। (সকলের আবার হাস্য)

শিল। (এক লম্ফে গিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে শিশুপালের হস্ত ধরিয়া) নরাধম! আগে তুই সর্ব্বনাশ করেছিলি। তোর পিতা যেমন অবিশ্বাসী, ঘোর নারকী, বর্ব্বর, তুইও কি তেম্‌নি। আজ্‌ তোর উচিত শাস্তি হবে।

শিশু। (ভূমে লুটাইয়া) আমায় রক্ষা করুন, দোহাই মগ-ধেশ্বর! (সকলের উচ্চহাস্য)

দুই জন হিন্দুসৈন্য এবং দেওপালের বন্দি-অবস্থায় প্রবেশ।

শিল। এ আবার কি?

সৈন্যদ্বয়। মহারাজ, সিন্ধুপতি কারাগৃহ হতে পালিয়ে যাচ্ছিলেন, আমরা অনেক চেষ্টায় এঁকে ধৃত করেছি।

চন্দ্র। (দেওপালের প্রতি) আপনার কিছু মাত্র লজ্জা নাই, আপনি ভীরু, কাপুরুষ, আপনি ভারতের কুলসন্তান, আপনি নরক। আপনি আমার যে সর্ব্বনাশ করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন, আপনাকে এখন শত খণ্ড করে কুকুরের পদে নিক্ষেপ করা যায়, তবে উচিত হয়। এরূপ বিশ্বাসঘাতকতার জন্য আপনি অনন্ত কাল নিরয় ভোগ করবেন।

দেওপাল। মগধেশ্বর! আমার নরক-যাতনার অধিক হয়েছে। (ক্রন্দন) জাতি, মান সকলই গিয়েছে। এই দেখুন, মগধের সৈন্যেরা ধরে আমার দক্ষিণকর্ণ ছেদন করে দিয়েছে।

শিশু। (কাঁদিয়া) ও বাবা, তোমার কান কেটে ফেলেছে, (সকলের উচ্চ হাস্য)

শিল। সিন্ধুরাজ! এই যে আপনার পুত্র।

(সৈন্যকর্ত্তৃক পিতা পুত্রকে এক স্থানে আনয়ন)

দেওপাল। শিশুপাল! বাবা, তোমার এত শাস্তি হয়েছে।

শিশু। (কাঁদিয়া) অ্যাঁ আর বাবা, তোমারও ত কানটি গেছে, বাড়ী গেলে কি বল্‌বে অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ। (সকলের উচ্চ হাস্য)

চন্দ্র। (সৈন্যের প্রতি) এখন এঁদের লয়ে যাও, কাল বিচার হবে।

সৈন্যদ্বয়। যে আজ্ঞা,

[শিশুপাল ও দেওপালকে লইয়া প্রস্থান।

শিলবক। (বীরবালার প্রতি) মা, একবার বীরবরের বামে বসো, আমাদের চক্ষু জুড়াক্ (বীরবালার হাত ধরিয়া চন্দ্রগুপ্তের বাম ভাগে বসাইয়া) মা, এখন, নীলগিরি-পর্ব্বতের শোভা দেখে চিত্তরঞ্জন করো, চিরকাল নির্ঝরিণীর সুশীতল জল পান করো, আনন্দে ডালি ডালি বনফুলের মালা গেঁথ, নির্জ্জনে বনপাখীর

সুকণ্ঠলহরীতে চিত্ত বিনোদন করো, তোমার সেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো। (চন্দ্রগুপ্তের প্রতি) বীরেন্দ্র! আমার এ রত্নোপহার যেন উপেক্ষিত না হয়। প্রাণের বীরবালারে আপনার হাতে সমর্পণ করে গেলাম। (অশ্রু-মোচন)

পুষ্প-বৃষ্টি এবং চারি দিক হইতে, জয় মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্তের জয়-ধ্বনি এবং বাদ্য।

[সকলের প্রস্থান।

পটাক্ষেপণ।

সমাপ্ত।

Printed at the Vina Press—Calcutta.